NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ প্রশ্নের মুখে রোহিতের নেতৃত্ব, ৩১০ রানে পিছিয়ে ভারত

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চুনকাম করল ভারত ৭

কলকাতা ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ১২ পৌষ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৯৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.12.2024, Vol.18, Issue No. 197, 8 Pages, Price 3.00

অসমে ফের জঙ্গি গ্রেপ্তার

গুয়াহাটি ও কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর: অসম এসটিএফের অপারেশন 'প্রঘাতে' আরও এক জঙ্গি গ্রেপ্তার। ধুবড়ির বান্ধবপাড়া থেকে গ্রেপ্তার জঙ্গি শাহিনুর ইসলাম। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন। উদ্ধার হয়েছে জঙ্গি সংক্রান্ত দু'টি বই। এর আগে অসম এসটিএফের জালে ধরা পড়ে আনসারুল্লা বাংলা টিমের ১০ জঙ্গি।

একের পর এক জঙ্গি গ্রেপ্তারের ঘটনায় ক্রমেই বাড়ছে উদ্বেগ। শুক্রবার, অসম এসটিএফের অভিযানে, গ্রেপ্তার হল আরও এক জঙ্গি। অসমের ধুবড়ির বান্ধবপাড়া থেকে শাহিনুর ইসলাম নামে এই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই নিয়ে অসম এসটিএফের অপারেশন 'প্রঘাতে' গ্রেপ্তার হল মোট ১১ জঙ্গি। জঙ্গিগোষ্ঠী আল কায়দার শাখা সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিম দেশে নাশকতার ছক কষছে।

গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে, শুরু করে অসম পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর, দু'দিনের অভিযানে অসম, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জঙ্গিকে গ্রেফতার করে তারা। অসম এটিএফ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে কোকরাঝাড়ের বাসিন্দা নুর ইসলাম মণ্ডল নামে এক জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ২৫ ডিসেম্বর খোঁজ মেলে আবদুল জাহির শেখ ও সাবির মৃধা নামে আরও ২ জঙ্গির। এবার অসম থেকেই খোঁজ মিলল আরও এক জঙ্গির। অসম এসটিএফ সূত্রে খবর, শাহিনুর ইসলাম নামে ধৃত এই জঙ্গির কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দু'টি বই, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট, মোবাইল ফোন। প্রশ্ন হচ্ছে, জঙ্গিদের এই নেটওয়ার্ক কতদূর ছড়িয়ে?

এরপর দুয়ের পাতায়

বিদায় মনমোহন, আজ শেষকৃত্য

শ্রদ্ধা বিজেপি-কংগ্রেসের, সুযোগ জনতারও

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার সকালে নয়াদিল্লির মোতিলাল নেহরু মার্গে পৌঁছন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডাও মনমোহনের বাড়িতে পৌঁছন। জাতীয় পতাকায় মুড়ে সেখানেই শায়িত রয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নিথর দেহ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মরদেহ প্রণাম করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তাঁরা।

শুক্রবার সকাল থেকে ওই বাড়িতে একে একে জড়ো হন শাসক এবং বিরোধী দলের নেতারা। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য হবে শনিবার। মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার সকালে তাঁর বাড়িতে যান কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এছাড়াও অনেক বিজেপি নেতা তাঁর বাড়িতে যান। যান কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধিও। পরে পৌঁছন রাহুল গান্ধি। কংগ্রেস সূত্রে খবর, মনমোহনের কনিষ্ঠা কন্যা ক্যালিফর্নিয়ায় স্ট্যানফোর্ড ল' স্কুলের অধ্যাপক। সেখান থেকে তিনি শুক্রবার বিকেলে দেশে ফিরবেন বলেই শেষকৃত্য হবে শনিবার। শেষকৃত্যের পর মনমোহনের অস্থি নিয়ে যাওয়া হবে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে। সেখানে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। তার জন্য নির্দিষ্ট সময় ধার্য করা হবে বলে জানা গিয়েছে কংগ্রেস সূত্রে। যেহেতু শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে দিল্লিতে, তার জেরে খানিকটা পিছিয়ে যাচ্ছে পারলৌকিক ক্রিয়া। এদিন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের বিশেষ বৈঠককে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণ গোটা দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। যে ভাবে কঠিন সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ছিলেন, অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন যে ভাবে দেশকে উদ্ধার করেছেন, সেটা আগামী প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয়।'

মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকে ডুবে গোটা বিশ্ব। আমেরিকা, রাশিয়া, পাকিস্তান, মালদ্বীপের মতো একাধিক দেশের প্রাক্তন মন্ত্রীরা শোকবার্তা পাঠিয়েছেন। আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন জানান, ভারত-আমেরিকার বন্ধুত্ব গড়ে তোলার কারিগর হিসাবে মনমোহনকে মনে রাখবে ইতিহাস। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ শোকবার্তা জ্ঞাপন করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে। তাঁর কথা, এক অসাধারণ মানুষকে হারিয়েছে ভার ত। প্রকৃত বন্ধুকে হারিয়েছে ফ্রান্সও। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টিভেন হার্পার, আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাশিদ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা-সকলেই শোকপ্রকাশ করেছেন এক্স হ্যান্ডেলে।

আজ সকাল ৮টায় মনমোহন সিংয়ের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে। সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত সাধারণ জনতা ও কংগ্রেস কর্মীরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পাবেন। এরপর সাড়ে ৯টায় শুরু হবে মনমোহন সিংয়ের অন্তিম যাত্রা। কংগ্রেস সদর দপ্তর থেকে শ্মশানের উদ্দেশে পাড়ি দেবে শববাহী শকট।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে সাত দিন জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব জি পার্থসারথি দেশের সকল মুখ্যসচিব এবং অন্য উচ্চপদস্থ আমলাদের এই মর্মে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে মনমোহনকে শ্রদ্ধা জানাতে বৃহস্পতিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত দেশে জাতীয় শোক চলবে। জাতীয় শোক ঘোষণা হওয়ার অর্থ, এই সময় দেশের সর্বত্র জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং সরকারি স্তরে কোনও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না। শুক্রবার সারাদিনের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে সরকারের তরফে। কালো ব্যান্ড পরে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামল ভারতীয় দল। উল্লেখ্য, কংগ্রেসের বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ছিল কর্নাটকের বেলগাভিতে। কিন্তু মনমোহনের মৃত্যুতে স্থগিত রয়েছে সেই সম্মেলন। ৯২ বছর বয়সি মনমোহনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল বৃহস্পতিবার। তাঁকে রাত ৮টা নাগাদ দিল্লি এইমসের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন।

হাজারের বেশি প্রার্থীর থেকে টাকা পার্থদের!

চার্জশিটে বিস্ফোরক সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল সিবিআই। এক হাজারের বেশি চাকরিপ্রার্থীর থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গীরা টাকা নিয়েছেন বলে চার্জশিটে বিস্ফোরক দাবি সিবিআইয়ের। গত ১ অক্টোবর এই মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুক্রবার দুপুর ৩টে নাগাদ পার্থ এবং এই মামলায় আর দুই অভিযুক্ত অয়ন শীল ও সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ৪০ পাতার চার্জশিট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। সিবিআই সূত্রে খবর, তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক প্রমাণ মিলেছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিকে নিয়োগ সংক্রান্ত ইডির মামলায় পার্থ-সহ মোট ৫৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে আদালতে। দুর্নীতি মামলায় দু' বছরেরও বেশি সময় ধরে জেলবন্দি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেনও তিনি। ইডির মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিনের অনুমতিও মিলেছে। তবে এখনও জামিন বলবৎ হয়নি। এরই মাঝে শুক্রবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল সিবিআই।

ইতিমধ্যেই পার্থ ইডির মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন। বিধি মোতাবেক, যাঁরা মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আর্জি আগে জানাবেন, তাঁদের চার্জ গঠনের শুনানি আগে হবে। এখনও পর্যন্ত মোট ১১ জন ইডির এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আদালতে আবেদন করেছেন। বৃহস্পতিবার চার্জ গঠনের শুনানিতে আদালতে ইডি দাবি করে যে, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র সঙ্গে পার্থ, মানিক ভট্টাচার্য, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুন্তল ঘোষের যোগ স্পষ্ট। 'কাকু' এবং পার্থের মধ্যে লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে বলেও জানায় ইডি। ইডির মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর হয়েছে পার্থের। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে জামিন দিতে হবে। তার আগে চার্জ গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সেরে নিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই প্রক্রিয়া হয়ে গেলে ১ ফেব্রুয়ারির আগেও জামিন পেতে পারেন পার্থ। তবে ইডির মামলায় জামিন পেলেও এখনও সিবিআইয়ের মামলা থেকে মুক্ত হননি রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। কয়েক দিন আগেই এই মামলায় হাইকোর্ট পার্থের জামিন আর্জি খারিজ করেছে।

শুভেন্দুর নিরাপত্তায় শিল্ড, আগ্নেয়াস্ত্র, সভায় ডি জোন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন করে সাজানো হল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা। বাংলাদেশের অশান্তির আবহে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানানো হয়েছে, জঙ্গি নিশানায় রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, হতে পারে হামলা। সেই রিপোর্ট সামনে আসার পরই নন্দীগ্রামের বিধায়কের নিরাপত্তায় দেওয়া হয়েছে বিশেষ নজর।

জানা গিয়েছে, প্রত্যেক সভায় 'ডি জোন' থাকতে হবে। অর্থাৎ শুভেন্দুর আশপাশে বেশ কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা পুরোপুরি নজর রাখবেন। সভা, মিছিল বা যে কোনও আউটডোর কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে শিল্ড এবং আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে বলে সূত্রের খবর। সভা শেষে মঞ্চ থেকে নেমে কোনও কথা বলবেন না শুভেন্দু। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরও দেবেন ওই মঞ্চ থেকেই। স্টেজের নীচে দাঁড়িয়ে কোনও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন না।

আরও জানা গিয়েছে যে রাস্তাতেও থাকবে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। কনভয়ে থাকবে ২২ জনের সশস্ত্র বাহিনী। কনভয় সিগন্যালে দাঁড়ালে সামনে, পিছনে এবং দু' পাশে ভিআইপি গাড়ি ঘিরে থাকবে অন্য সিকিউরিটি গাড়ি। স্পর্শকাতর এলাকায় প্রবেশ করলে পরিস্থিতি বুঝে বুলেটপ্রুফ গাড়িও ব্যবহার করতে হবে।

মহিলা নিরাপত্তারক্ষী পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিধানসভার ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী বাইরে থাকেই। এ ক্ষেত্রে বিধানসভার ২ নম্বর গেটের সামনে বিরোধী দলনেতার প্রবেশ ও বেরোনোর সময় সাধারণ মানুষ যাতে ভিড় না করেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। কোনও ব্যক্তি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সেলফি তুলতে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপত্তারক্ষীরা তল্লাশি করবেন বলে প্রোটোকলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি কর্মসূচি এবং বিরোধী দলনেতার গতিবিধি ঘণ্টায় ঘণ্টায় জানানো হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। আগে ১২ ঘণ্টা অন্তর জানানো হত।

পার্ক স্ট্রিট থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার একেবারে খাস কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। কলকাতার পার্ক স্ট্রিট চত্বর থেকে ধরা পড়ল আরও এক অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃত আবিদুল রহমান (৩৭) বাংলাদেশের নাড়াইল জেলার নতুনগঞ্জের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টা নাগাদ মারকুই স্ট্রিট এলাকা থেকে বছর সাঁইত্রিশের এক ব্যক্তিকে পুলিশ। অভিযোগ, ২৬ ডিসেম্বর জাল নথি নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে আবিদুর। যদিও আগেই তার এখানে পা পড়েছিল। ২০২৩ সাল থেকে খিদিরপুরে থাকছিলেন তিনি। খিদিরপুরে বন্দর এলাকায় একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত সে। ধৃত ব্যক্তি কাপড়ের কারবার করত বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। ধৃতের কাছ থেকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ভুয়ো নথি বানিয়ে গত ১ বছরের বেশি সময় ধরে কলকাতায় বাস করছিল ওই যুবক।

উত্তর ২৪ পরগনা থেকে সে নথিগুলি বানিয়েছিল বলে জানিয়েছে ধৃত ব্যক্তি। পুলিশ জানতে পেরেছে, বিভিন্ন কাজে এই ভুয়ো নথিগুলি ব্যবহার করতেন ওই যুবক। প্রতারণামূলক কাজেও এই নথি ব্যবহার করা হতে পারে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। সে কার কাছ থেকে জাল নথি বানাল, কে তাকে ঘর ভাড়া দিল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছেন গোয়েন্দারা। তাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করা ওই যুবককে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে লালবাজার। ধৃত সেলিম মাতুব্বরের সঙ্গে ধৃতের কোনও যোগ রয়েছে কি না তাও জানার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, গত মাসেই পার্ক স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউজ থেকে সেলিম মাতুব্বর নামে এক অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ে।

পুলিশ সূত্রের খবর, ১২ বছর ধরেই ভারতে এই সব পরিচয়পত্র নিয়ে যাতায়াত করত ওই বাংলাদেশি। কিন্তু, নথির বৈধতা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এখানে কি কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল সে? নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল? এরকম একাধিক একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীর্য। অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারী ধরতে নদিয়ায় জোরদার অ্যাকশনে পুলিশ। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও জালে ৬। তিনজন অনুপ্রবেশকারী ও তিনজন দালালকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাঁসখালি ও গাংনাপুর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালায়। তাতেই মেলে সাফল্য। ধৃতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

একদিকে জাল পার্সপোর্ট নিয়ে টানাপোড়েন, অন্যদিকে অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় সীমান্তে কড়া নজরদারি বিএসএফের। যদিও তারপরেও একাধিক জেলায় প্রায়শই বাংলাদেশ সীমান্তে ধরা পড়ছে একাধিক অনুপ্রবেশকারী। এমনকী বহু পাচারকারীকেও ধরেছে বিএসএফ।

প্রসঙ্গত, অগস্ট মাসে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে নানা কারণে বার বার অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। আর এই সময়ের পর থেকেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকে পড়া একাধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন। চলতি সপ্তাহেই ত্রিপুরা হয়ে কলকাতায় আসার পথে আগরতলা স্টেশনে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যায় ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালিতে। বুধবার থেকে মুম্বই, নভি মুম্বই, ঠানে এবং নাসিকের বিভিন্ন ঠিকানায় স্থানীয় থানাগুলির সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে ১৪ জন পুরুষ এবং তিন জন মহিলা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (অ্যান্টি টেররিজম সেল বা এটিসি)। তারও আগে জাল নথি বানিয়ে দিল্লিতে বসবাস করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ১১ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।

ফের বালুরঘাট

■ **ফের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে পাকড়াও হলেন বাংলাদেশি। ধৃতের নাম মহসিন মণ্ডল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার বছর তেইশের এক যুবককে বালুরঘাট থানার রাজুয়া গ্রাম থেকে গ্রেপ্তর করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি জানিয়েছেন তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের পল্লিগ্রাম এলাকায়। অভিযোগ, তাঁর কাছে ভারতে আসার কোনও বৈধ কাগজপত্র ছিল না। ওই বাংলাদেশি যুবককে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে আটক করা হয়েছে বালুরঘাটের বাসিন্দা মোক্তার মণ্ডলকে। ওই অভিযুক্ত জানিয়েছেন, তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় মহসিন। তিনি জানতেন যে যুবকের কাছে ভারতে আসা এবং থাকার কোনও কাগজপত্র নেই। তা সত্ত্বেও তাঁকে থাকতে দেন এবং পুলিশ প্রশাসনের নজর এড়ানোর চেষ্টা করেন। এনিয়ে গত ১৫ দিনের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।**

সেমিস্টার পদ্ধতি

■ **এবার প্রাথমিকেও সেমিস্টার পদ্ধতি শুরু হচ্ছে। পরীক্ষা পদ্ধতির পাশাপাশি পাঠ্যক্রমেও বড় বদল আনা হচ্ছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে নতুন পদ্ধতির কথা ঘোষণা করেন পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। নতুন পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্রেডিট বেসড সিমেস্টার সিস্টেম'। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পদ্ধতিতে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের মূল্যায়ন হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে এই পদ্ধতি চালু হচ্ছে। পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পুরনো পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকের পাঠ্যক্রমে বদল আসবে। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের অনুমতি মিলেছে।**

নদীতে বাস

■ **পঞ্জাবের ভাতিন্ডায় সেতু থেকে পিছলে নদীতে আছড়ে পড়ল যাত্রীবোঝাই বাস। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে আটজনের। আহত আরও অনেকে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার যাত্রিবাহী একটি বাস তালবন্দি সাবো থেকে ভাতিন্ডা যাচ্ছিল। বাসে ২০ জন যাত্রী ছিলেন। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল। ভাতিন্ডার কাছে সেতু পার হওয়ার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। নদীতে আছড়ে পড়ে। বাসের ভিতরে যাত্রীরা বাঁচানোর জন্য চিৎকার করতে থাকেন। বাস পড়ে যাওয়ার খবর পেয়েই স্থানীয়েরা উদ্ধার করতে ছুটে আসেন।**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ২৬/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩০৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Malay Mukherjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Milan Mukherjee ও M. K. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৮০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Gyaneshwar Mishra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Late Basisth Narayan Mishra ও Late B. N. Mishra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৯/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৪ নং এফিডেভিট বলে Sk Md Ebadur Rahman S/o. Sk Md Anowaruzzaman ও Sk Md Ebadur Rahaman S/o. Sk Md Anowar Uzzaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৩/০৯/১৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৮১৩৩ নং এফিডেভিট বলে Dipannita Karmakar (Bhowmick) W/o. Pintu Bhowmick ও Dipanwita Karmakar, Dipannita Karmokar D/o. Amulla Chandra Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৬/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৪১ নং এফিডেভিট বলে Sabid Ali S/o. Akbar Ali ও Md. Sabid Ali S/o. Md. A. Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Subrata Bandyopadhyay S/o. Madhusudan Bandyopadhyay ও Subrata Banerjee, Subrata Bandopadhyay S/o. Lt. Madhusudan Banerjee, Madhusudan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Shyamal Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Paresh Nath Sarkar ও P. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২০/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৯১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Ramayan Roy S/o. Daroga Roy (old name) R/o. 735/1 S. K. Nagar Rishra, Morepukur, Rishra, Hooghly-712250, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ramayan Ray S/o. Daroga Ray (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ramayan Roy S/o. Daroga Roy & Ramayan Ray S/o. Daroga Ray উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৩/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি, Nandana Banerjee D/o. Rajesh Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার মাতা Aditi Banerjee (old name) W/o. Rajesh Banerjee R/o. 187/F/1, B.T.Road, Flat No. 1201, Kapilash Tower, Godrej Prakriti Housing, Khardaha, Sodepur, Kolkata-700115, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aditi Banerjee Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছেন। Aditi Banerjee, Aditi Banerjee (Sarkar) & Aditi Banerjee Sarkar W/o. Rajesh Banerjee সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ২৭/১২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৮০৮ নং এফিডেভিট বলে Rahaman Ali ও Bahaman Ali S/o. Md. Halim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ২৬/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Aditi Banerjee (old name) W/o. Rajesh Banerjee R/o. 187/F/1, B.T.Road, Flat No. 1201, Kapilash Tower, Godrej Prakriti Housing, Khardaha, Sodepur, Kolkata-700115, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aditi Banerjee Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Aditi Banerjee, Aditi Banerjee (Sarkar) & Aditi Banerjee Sarkar W/o. Rajesh Banerjee সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Nandana Banerjee.

হারানো প্রাপ্তি
আমি উৎপল সরকার, পিতা-নির্মল সরকার, ঠিকানা-১৬ নং হারান মজুমদার রোড, পোঃ হাজিনগর, থানা-নৈহাটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ সকলের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আমার জমির দলিল যাহার নং ৫২১৩/১৯৮৮ এবং পরচা যাহার দাগ নং ৩৮৯ এবং খতিয়ান নং ৭৭৪৪ সেটি ১৮.০১.২০১৭ তারিখে স্টেশন থেকে গৌরীপুর চৌমাথা বাইক করে যাওয়ার সময় হারিয়ে গেছে যাহার নৈহাটি থানা জি.ডি.ই. ১১২৪ তারিখ ১৮.০১.২০১৭। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন তাহলে অতি সত্বর ফিরিয়ে দিলে বাধিত থাকিব। যোগাযোগ নং ৯৮৩০৬৭৮০৬৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে ডিসেম্বর। শনিবার, ১২ ই পৌষ। ত্রয়োদশী তিথি, জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র দশা, বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : হঠাৎ পাওয়া অর্থ নষ্ট হয়ে যাবে।আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(আজ স্বামী অদ্বৈতানন্দের তিরোধান দিবস। ত্রয়োদশী তিথি। শুভ কর্ম। অব্যূঢ়ান্ন। দেবতাগঠন। ধান্যস্থাপন।শিল্পরম্ভ।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে অর্ধনমিত করা হল হাইকোর্ট এবং রাজভবনের জাতীয় পতাকা।

বছরশেষে অন্যরকম কেক উপহার দিল হাওড়ার সালকিয়ার ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়দিন মানেই কেক-সংস্কৃতির আবহ। নিউ মার্কেট থেকে বো ব্যারাক, অন্যরকম কেকের স্বাদে ছুটে যায় বাঙালি। তবে কেক কিনতে এবার দেখা গেল মিষ্টির দোকানে ভিড়। না, শুধু মিষ্টি নয়, সেইসঙ্গে অপরূপ স্বাদে-গন্ধে একেবারে অন্যরকম কেক উপহার দিল হাওড়ার সালকিয়ার ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্স। এতদিন ট্র্যাডিশনাল থেকে ফিউশন মিষ্টিতে মন ভরিয়েছে সালকিয়ার শতাব্দী প্রাচীন এই দোকান। বছর পাঁচেক শুরু করেছে কেক তৈরি। তাতেই মাতোয়ারা বাঙালি। ক্রিম কেক, ফ্রুট কেক, সুগার ফ্রি কেক, পাম কেক, নলেন গুড়ের কেক সবই হাজির তাদের ভাণ্ডারে। সবই এগলেস। তাই নিশ্চিন্তে আট থেকে আশি সকলেই স্বাদ নিয়েছেন। স্বাধীনতার অনেক আগে প্রতিষ্ঠা এই দোকানের। বংশ পরম্পরায় চলছে এই ব্যবসা। আগে অভিজিৎ দাসের বাবা অসীম দাস সামলেছেন, এখন ছেলেই সামলান। দিনে দিনে চাহিদা বাড়ছে। ক্রেতাদের সুবিধের কথা মাথায় রেখেই দক্ষিণ কলকাতায় লর্ডসের মোড়েও আউটলেট খুলেছে ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্স। শুধু কেক বিক্রিই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতাটুকুও এমন বিশেষ দিনে ভোলেননি দোকানের কর্ণধার অভিজিৎ দাস। তিনি জানান, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রায় ৩০ জনেরও বেশি স্কুল পড়ুয়াকে এদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বড়দিন উপলক্ষ্যে। তাদেরকেই কেক উপহার তুলে দেন অভিজিৎ দাস। এতদিন রসগোল্লা উৎসব পালন করে এসেছেন। এবার কেক উৎসবও শুরু করলেন। অভিজিৎ দাস জানান, 'বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বনে বছর শেষে এখন যুক্ত হয়েছে কেক উৎসব। কেক খাবে না বড়দিনে, তা হয় না। এই ক'টা দিন দেদার বিকোয় কেক।' স্কুল পড়ুয়ারাও খুশি ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্সের কেক খেয়ে। ব্রজনাথের রাবড়ি খায়নি, এমন মিষ্টিপ্রেমী খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। মেশিনের যুগেও এখনও হাতে গড়া রাবড়িই তৈরি হয় ব্রজনাথের দোকানে। পাশাপাশি ক্রমশ জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছচ্ছে ব্রজনাথ গ্র্যান্ড সন্সের কেকও।

ভুল কিছু বলিনি, প্রয়োজনে ১ লাখ লোককে দিয়ে বলাব: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রাণে মারার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশি জেহাদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অর্জুন সিং। তাঁর এই মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে। ভাটপাড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিমন্যু তিওয়ারি জগদ্দল থানায় অভিযোগও দায়ের করেন। এরই প্রেক্ষিতে জগদ্দল থানাতে তাঁকে ডেকেও পাঠানো হয়। তবে শুক্রবার ক্যানিংয়ে দলীয় কাজ থাকাতে তিনি থানায় যেতে পারেননি। সূত্রে খবর, এরপর ৩ জানুয়ারি ফের তাঁকে তলব করা হয়েছে। তবে এদিনের এই এফআইআর-এর ঘটনায় সরব হতে দেখা যায় প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে। তিনি জানান, 'দীর্ঘদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু মমতার ক্ষমতার লোভ এমন জায়গায় চলে গেছে যে রাজনীতি সমালোচনা, আলোচনা শুনলে তিনি ভয় পাচ্ছেন। বাংলার মানুষ মমতার বিরুদ্ধে চলে গেছে। এখন বাংলার প্রতিটা লোক বলছে বাংলা সন্ত্রাসবাদীদের মরুদ্যান হয়ে উঠেছে। এটাই আমি বলেছি। এই প্রসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে তো এফআইআর হওয়া উচিত নয়।' এর পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে খুন করার চক্রান্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি রিপোর্ট করেছে রাজ্য সরকারকে।' সঙ্গে তিনি এও বলেন, 'মমতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বললে তাঁকে পুলিশে হেনস্থা করবে এটাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বামদের মধ্যেও এরকম রাজনৈতিক হিংসা দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন শুভেন্দুকে খুন করে তার ফয়দা নেবেন সেটা হতে পারে না।' সঙ্গে এটাও এদিন প্রাক্তন সাংসদ মনে করিয়ে দেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ক্ষমতায় এনেছেন তাঁরাই। আর তাঁরাই এবার মমতাকে সরাবেন। পাশাপাশি এও বলেন, তাঁকেও খুন করানোর জন্য উত্তরপ্রদেশে থেকে শুটার আনা হয়েছিল। তবে তিনি যে রাস্তা দেখালেন তা ভয়ানক। আর ভবিষ্যতে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন তাঁর দেখানো পথেই সবাই হাঁটবে। এদিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে মনে করছেন বাংলার রাজনৈতিক মহলের তাবড় নেতারাও। সেখানে একই মত প্রাক্তন এই সাংসদরেও। তিনিও এদিন জানান, 'বাংলা এখন টেরোরিস্টদের সেফ প্যাসেজ হয়ে গেছে।' এদিন এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন সাংসদ টেনে আনেন ববি হাকিমের প্রসঙ্গও। কারণ তিনি বলেন, 'ববি নাকি বলেছেন ৫০ শতাংশ লোক উর্দু বললে তিনি খুশি হবেন। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে। এদিকে দাওয়াত-ই-ইসলামের সুরে সুর মিলিয়ে ববি হাকিম বলছে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা ভাল নেই। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুন। তাঁর হয়ে মাঠে নেমেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুসলমান তথা মৌলবাদীদের তিনি সমর্থন জানাচ্ছেন।' এই প্রসঙ্গে অর্জুন সিং আগেই বলেছিলেন, 'বাংলাতে ইতিমধ্যেই এই সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকে প্রবেশ করে বসে আসে। এরপর আমার কথায় ভয় পেয়েছেন।' একইসঙ্গে তিনি এদিন এও হুঁশিয়ারিও দেন, একলাখ লোককে দিয়ে তিনি এই কথাই বলাবেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী কী করেন সেটাই দেখার ইচ্ছা তাঁর।

অসমে ফের জঙ্গি গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

এরকম আরও কত জঙ্গি কোথায় লুকিয়ে রয়েছে? কী ছক কষছে তারা? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন গোয়েন্দারা।

গত সপ্তাহে বাংলা, কেরল ও অসমে অভিযান চালিয়ে আনসারুল্লা বাংলা টিমের ৮ জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশের এসটিএফ। বড়দিনের আগে পাকড়াও করা হয়েছে এই জঙ্গি সংগঠনের আরও ২ সদস্যকে, যাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও বিস্ফোরক তৈরির সামগ্রী। এই প্রেক্ষাপটে এবার জঙ্গি-তদন্তে অসমে পৌঁছল রাজ্যের গোয়েন্দারা। অসমের কোকড়াঝাড়ে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কোথায় নাশকতার জন্য মজুত করা হয়েছিল? ধৃত আনসারুল্লা বাংলা টিমের জঙ্গিদের টার্গেট কি ছিল পশ্চিমবঙ্গ? অসম পুলিশের সঙ্গে তদন্ত শুরু করল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ।

বাংলা ভাষায় প্রথমবার 'শিলাপ্পাদিকরম'

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি হয়ে গেল আর্মহাস্ট স্ট্রিটের 'নৃত্যশৈলী কালচারাল একাডেমি'র বার্ষিক অনুষ্ঠান। ১৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অভিনবত্বে সাজানো এই অনুষ্ঠানে 'বেদান্তস্বারা ২০২৪' অনুষ্ঠিত হয় পাইকপাড়া অঞ্চল সংলগ্ন মোহিত মৈত্র মঞ্চে। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন নৃত্যশৈলী'র প্রধান অধ্যক্ষা গুরু সুদীপা সাঁই শীল। তিনি যেমন সুদক্ষ ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার তেমনই হায়দ্রাবাদের বিশিষ্ট সংস্থা, 'চিনুকু কালচারাল সোসাইটি'র একজন বিশেষ সদস্যা। অধ্যক্ষা গুরু সুদীপা সাঁই শীলের উদ্যোগেই দক্ষিন ভারতীয় লোকগাথা থেকে অনুপ্রাণিত 'শিলাপ্পাদিকরম' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়। যা এই প্রথমবার বাংলা ভাষায় উপস্থাপিত হল। এই রচনার রচয়িতা, চেরা বংশের সন্তান ও পরবর্তী কালে প্রসিদ্ধা জৈন মহাকবি, তিলঙ্গ আদিগল। তাঁর লেখা তসঙ্গমদ কাব্যগ্রন্থ থেকে এই ঘটনা উপস্থাপিত হয়। যে ঘটনার সূত্রপাত আজ থেকে ১৬০০ বছর আগে। নৃত্যনাট্যে ব্যবহৃত সকল সুর ও সংগীতই নুতনভাবে রচনা করা হয়। অংশগ্রহনকারী সকল শিল্পীদের বেশভূষা ছিল বেশ নজরকাড়া। মঞ্চসজ্জাও ছিল স্বরচিত। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সোসাইটির প্রধান উদ্যোক্তা ও লেখক 'পি. এন. মূর্তি'। এছাড়াও ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী পলি গুহ, এশা গোস্বামী, সুরকার সৌম্য বোস। ওড়িশা থেকে এসেছিলেন নাট্যকার ডঃ উপেন্দ্র শর্মা। উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাবীন্দ্রিক বিভাগীয় প্রশিক্ষক শুভঙ্কর মান্না। নাচে গানে সমগ্র অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়।

দমকলের গাড়ি প্রবেশের সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘনবসতি এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকলের গাড়ি প্রবেশের সমস্যা নিরসনে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হচ্ছে। এই কারণে কলকাতায় ১৫টি ছোট গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দমকল বিভাগ। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন যায়গায় আগুন নেভাতে গিয়ে দেখা গেছে রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার দরুণ ওই সব এলাকায় দমকলের বড় গাড়ি ঢুকতে পারে না। সেজন্য আড়াই হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতার ১৫টি ছোট গাড়ি কেনা হচ্ছে। এছাড়াও ছোট-বড় মিলিয়ে মোট ৭৫টি নতুন গাড়ি কিনছে দমকল বিভাগ। শীঘ্রই জঙ্গিপুর ও পূর্ব বর্ধমানে আরও দুটি দমকল কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। রাজ্যে এই মুহূর্তে ১৬৪টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে। আগামী দিনে এই সংখ্যাটা ২০০ পর্যন্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকার।যাতে কোথাও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দমকলের গাড়ি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারে।

সম্প্রতি তপসিয়া ও নিউ আলিপুরের ঝুপড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কলকাতা। নিউ আলিপুরের অগ্নিসংযোগ এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে দীর্ঘক্ষণ শিয়ালদা-বজবজ লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছিল। যান চলাচল বন্ধ করে দিতে হয় দুর্গাপুর ব্রিজেও। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থল পর্যন্ত নিয়ে যেতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল দমকল কর্মীদেরও। প্রসঙ্গত, পরপর ঝুপড়িতে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় সম্প্রতি নিজের ক্ষোভ চেপে রাখেননি কলকাতার মহা নাগরিক ফিরহাদ হাকিম। নিউ আলিপুরের অকুস্থলে দাঁড়িয়েই ফিরহাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'পর পর ঝুপড়িতেই কেন আগুন লাগছে?' ফিরহাদ এও বলেন, 'এর পিছনে নিশ্চয়ই কিছু রয়েছে। শীতের হাত থেকে বাঁচতে মানুষ কিছু একটা করছে। অনেকেই বাড়ির আশেপাশে দাহ্য পদার্থ রাখেন। সেটাও আমাদের দেখতে হবে।'

অভিষেকের নামে প্রতারণা, এমএলএ হোস্টেলের সুপারের কাছে রিপোর্ট তলব বিধানসভার অধ্যক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির চেষ্টার অভিযোগের প্রেক্ষিতে কলকাতার এমএলএ হোস্টেলের সুপারকে তদন্ত করে রির্পোট জমা দিতে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন। শুক্রবার অধ্যক্ষ সাংবাদিকদের জানান একই সঙ্গে পুলিশের কাছ থেকেও এব্যাপারে তিনি তথ্য চেয়েছেন। তিনি জানান,বিজেপি বিধায়কের সুপারিশে অভিযুক্তদের হস্টেলের ঘর দেওয়া হয়েছে বলে বিধানসভার নথিতে উল্লেখ রয়েছে। তিনি আরও জানান, বিধানসবার নিরাপত্তা নিয়ে কখনো আপস করা হয়না। কিন্তু কোনও বিধায়ক কাকে সুপারিশ করছেন সেটা জানা যায়না। তবে কেউ যদি অসৎ উদ্দেশে ব্যবহার করে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। প্রসঙ্গত তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে ফোন এসেছিল কালনা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে। ফোনে ৫ লাখ টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়া হয়। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে হুগলী থেকে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে কলকাতার শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেলে অপরিচিত একটি নম্বর থেকে ফোন পান কালনার চেয়ারম্যান। তাঁকে ফোনের অপর প্রান্ত থেকে দাবি করা হয়, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে ফোন করা হচ্ছে। বলা হয়, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একাধিক জায়গা থেকে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ উঠেছে। যেকোনও মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। যদি ৫ লক্ষ টাকা দেন, তাহলে পুলিশি ধরপাকড় থেকে মুক্তি পাবেন।ফোন পেয়ে সন্দেহ হয় কালনা পুরসভার চেয়ারম্যানের। তিনি কলকাতা পুলিশের দ্বারস্থ হন। শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মোবাইল নম্বরটির মাধ্যমে লোকেশন ট্র্যাক করে। দেখা যায় হুগলি থেকে ফোন এসেছিল। এরপর পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে হুগলি থেকে তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতেরা হল জুনেদুল হক চৌধুরী, শুভদীপ মল্লিক এবং শেখ তসলিম। ধৃত জুনেদুলের বিরুদ্ধে এর আগে ভুয়ো ফোন করে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের মধ্যে একজনকে কলকাতা পুলিশ এম এল এ হোস্টেল থেকে গ্রেপ্তার করে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২ পৌষ, শনিবার

জঙ্গি নিশানায় শুভেন্দু অধিকারী, ঢেলে সাজানো হল নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঢেলে সাজানো হল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নিরাপত্তা। কারণ, বাংলাদেশের অশান্তির আবহে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখানে জানা যাচ্ছে, জঙ্গি নিশানায় রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। কোনওভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না হামলার ঘটনাও। এই রিপোর্ট সামনে আসার পরই নন্দীগ্রামের বিধায়কের নিরাপত্তায় দেওয়া হয়েছে বিশেষ নজর।

জানা গিয়েছে, নয়া এই নিরাপত্তা বিধিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক সভায় 'ডি জোন' থাকতে হবে। অর্থাৎ শুভেন্দুর আশপাশে বেশ কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকবে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা পুরোপুরি নজর রাখবেন। সভা, মিছিল বা যে কোনও 'আউটডোর' কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে শিল্ড এবং আগ্নেয়াস্ত্রও থাকবে বলে সূত্রের খবর। তবে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরও দেবেন ওই মঞ্চ থেকেই। স্টেজের নিচে দাঁড়িয়ে কোনও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন না। অর্থাৎ, সভা শেষে মঞ্চ থেকে নেমে কোনও কথা বলবেন না শুভেন্দু।

আরও জানা গিয়েছে যে রাজ্য স্তাতেও থাকবে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। কনভয়ে থাকবে ২২ জনের সশস্ত্র বাহিনী। কনভয় সিগন্যালে দাঁড়ালে সামনে, পিছনে এবং দু' পাশে ভিআইপি গাড়ি ঘিরে থাকবে অন্য সিকিউরিটি গাড়ি। স্পর্শকাতর এলাকায় প্রবেশ করলে পরিস্থিতি বুঝে বুলেটপ্রুফ গাড়িও ব্যবহার করতে হবে। একইসঙ্গে, এও জানানো হয়েছে, মহিলা নিরাপত্তারক্ষী পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিধানসভার ক্ষেত্রে নিরাপত্তারক্ষী বাইরে থাকেই। এ ক্ষেত্রে বিধানসভার ২ নম্বর গেটের সামনে বিরোধী দলনেতার প্রবেশ ও বেরোনোর সময় সাধারণ মানুষ যাতে ভিড় না করেন, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। কোনও ব্যক্তি বিরোধী দলনেতার সঙ্গে সেলফি তুলতে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপত্তারক্ষীরা তল্লাশি করবেন বলে প্রোটোকলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটি কর্মসূচি এবং বিরোধী দলনেতার গতিবিধি ঘণ্টায় জানানো হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। যা আগে জানানো হতো ১২ ঘণ্টা অন্তর।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সেমিস্টার সিস্টেম চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষায় বড়সড় রদবদলের কথা ঘোষণা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের। বছরে একবার নয়। এবার থেকে একই ক্লাসে দু'বার করে হবে পরীক্ষা। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য ছোট থেকেই তৈরি করা হবে, তাই এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম পাল জানান, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হচ্ছে নতুন পদ্ধতি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন বলেও জানান গৌতম পাল।

প্রাথমিক পর্ষদের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হবে সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা। জুন মাসে হবে প্রথম পরীক্ষা। প্রতি ক্লাসেই দু'বার করে হবে পরীক্ষা। পর্ষদের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে, পাঠ্যক্রম কাঠামোর পরিবর্তন আনা হচ্ছে। একটি শিক্ষাবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে, জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত একটি ও জুলাই থেকে ডিসেম্বর পরবর্তী ভাগ।

জাতীয় শিক্ষা নীতির ওপর ভিত্তি করে এনসিইআরটি একটি কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছে।

গৌতম পাল জানিয়েছেন, '২০০৯ রাইট টু এডুকেশন আইন অনুসারে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'নো ডিটেনশন' পলিসি আছে। প্রাক প্রাথমিকে ক্রেডিট ফ্রেমওয়ার্কে আনা হবে না। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে গোটা শিক্ষাবর্ষে ৮০০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত করতে হবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে গোটা শিক্ষাবর্ষে ১০০০ ঘণ্টা অতিক্রান্ত করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সিঙ্গল সেমিস্টারে ৩৭৬ ঘণ্টা করে ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম সিঙ্গল সেমিস্টারে ৪৬০ ঘণ্টা কাটাতে হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ৬০ ঘণ্টার। একটা পেপারেই গোটা পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষা হবে। পর্ষদের ঠিক করে দেওয়া প্রশ্নপত্রে হবে পরীক্ষা। মার্কশিটে মার্কসের সঙ্গে ক্রেডিট পয়েন্ট দেওয়া হবে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যখন প্রতিযোগিতায় যাবে, তখন এই ক্রেডিট পয়েন্ট গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলেও জানিয়েছে পর্ষদ।

খোঁজ মিলল রাজভবনের পুলিশ আধিকারিকের স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক শান্তি দাস বসাক। বৃহস্পতিবার থেকে 'নিখোঁজ' হন তাঁর স্বামী দীপাঞ্জন বসাক। এক সময়ে মডেল-অভিনেতা ছিলেন এই দীপাঞ্জন। এরপরই এই ঘটনা জানানো হয় পুলিশেও। অবশেষে 'বন্ধুদের চেষ্টা'য় মেলে পুলিশের স্বামীর খোঁজ! প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে দীপাঞ্জন ফেরেন ঘরে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফের সমাজমাধ্যমে আপডেটও দেন ওই পুলিশকর্তা। প্রসঙ্গত, ২০২২ সাল থেকেই নানা কারণে অভিনয় জগত থেকে খানিকটা দূরে ওই অভিনেতা। দাবি, একাধিক কারণে নাকি 'চিন্তাগ্রস্ত' থাকতেন তিনি। শান্তি এবং দীপাঞ্জন থাকেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর এলাকায়।

পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। তারপরেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় পরিবারের সঙ্গে। এরপরই সক্রিয় হন রাজভবনের ওই পুলিশ আধিকারিক। অনেক চেষ্টায় মেলে খোঁজ। এরপরই ঘরে ফেরেন তিনি। শান্তি দাসের দাবি, 'অনেক কিছুতেই অনীহা ছিল ওর। বাড়ি থেকে হাওড়া যাবে বলে বেরিয়ে যায়। তারপর আর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে বন্ধুদের জানাই, সংবাদমাধ্যম এবং বন্ধুদের সাহায্যে ফিরে পেয়েছি ওকে। এখন সব ঠিক আছে।' তবে সঙ্গে এও জানান, বলার মতো এমন কিছু হয়নি। কিন্তু কেন এমন হয়েছে, তিনিও জানেন বলেই দাবি শান্তি দাসের।

দক্ষিণবঙ্গে কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হলেও এখ নই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। তবে শনিবার ও রবিবার পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, প্রতিবেশী মুর্শিদাবাদের কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। কলকাতায় বৃষ্টির পূর্বাভাস না থাকলেও আকাশ মোটের উপর মেঘলা থাকবে। আশপাশের এলাকাগুলিতেও দেখা যাবে একই ছবি। তবে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় আগামী ৫ দিন তাপমাত্রা মোটের উপর শুষ্কই থাকবে। শনিবার আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে। আগামী পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়াই থাকছে। বর্তমানে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি রয়েছে স্বাভাবিকের থেকে। তবে সপ্তাহ ঘুরতেই ধীরে ধীরে বদলাবে পরিস্থিতি। বছরের শুরুতেই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে যেতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের।

এদিকে এবার উত্তরবঙ্গে শনি ও রবিবার দার্জিলিংয়ের উঁচু পার্বত্য এলাকায় হালকা তুষারপাতের সামান্য সম্ভাবনা থাকছে। শনিবার আবার শিলাবৃষ্টি হতে পারে কালিম্পংয়ে। সঙ্গে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, জলপাইগুড়িতেও। রবিবার এই জেলাগুলি ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-সহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও শনিবার আবার পারদ বেশ কিছুটা বাড়তে পারে। মেঘলা আকাশের কারণেই এমনটা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়ানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা।

হিডকোর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরার কথা স্বীকার ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিডকোর চেয়ারম্যান পদ হাত ছাড়া হতে চলেছে ফিরহাদ হাকিমের। এমন খ বর সামনে আসে বৃহস্পতিবারই। তবে এব্যাপারে এখনও কোনও সরকারি নির্দেশিকা জারি না হলেও সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ফিরহাদকেও এ ব্যাপারে নাকি ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার এই খবরের 'সত্যতা' স্বীকার করে নিতে দেখা যায় পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। এদিন ফিরহাদ এই প্রসঙ্গে জানান, 'গুঞ্জনের তো কিছু নেই। এটা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। উনি আমাকে হিডকোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। উনিই আমার থেকে দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।' সঙ্গে এও জানান, তবে ঠিক কী কারণে তাঁকে এই পদ থেকে সরানো হল, তা মুখ্যমন্ত্রীই বলতে পারবেন বলে জানান ফিরহাদ।

এ বিষয়ে ফিরহাদের সাবধানী মন্তব্য, 'কোনও কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। এই যে মন্ত্রী রয়েছি, মেয়র রয়েছি, এটাও তো মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। যিনি দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিই নেবেন। এতে অস্বাভাবিক কী আছে!'

তবে হঠাৎ-এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেরই ধারনা, সম্প্রতি ফিরহাদ যে সংখ্যালঘু বক্তব্য করেছেন তারই প্রভাবে হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, দিঘাতে যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি হচ্ছে তা হিডকোর অধীনে। আর সেই কারণেই ফিরহাদকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই কারণেই হয়তো হিডকোর পদ থেকে ফিরহাদকে সরিয়ে দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, বাম জমানায় হিডকো আবাসন দপ্তরের অধীনে ছিল। সিপিএমের গৌতম দেব আবাসনমন্ত্রী হিসেবে দীর্ঘ দিন হিডকোর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। পালাবদলের পর মমতার মন্ত্রিসভার গোড়া থেকেই হিডকোকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে আনা হয়েছিল।

শ্যামনগরে সারা বাংলা বাউল-ফকির উৎসবের সূচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্যামনগর লোকসংস্কৃতি মঞ্চ আয়োজিত সারা বাংলা বাউল ফকির উৎসবের শুভ সূচনা করলেন প্রখ্যাত লোকশিল্পী ভজন দাস বৈরাগ্য। বৃহস্পতিবার রাতে শ্যামনগর ঋষি অরবিন্দ বিদ্যা নিকেতনের মাঠে আয়োজিত রজত জয়ন্তী বর্ষের বাউল-ফকির উৎসবের সূচনায় হাজির ছিলেন নৈহাটি বঙ্কিম ধরতে উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগরে আজ থেকে ২৫ বছর আগে তিনি বাউল মেলার আয়োজন করেছিলেন। তা দেখে এখন অনেকেই বাউল উৎসব করছেন। শিল্পী গৌতম পাল বলেন, বাংলার বুক থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখতে বাউল ফকির উৎসবের উদ্যোগ নিয়ে

ভবন গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ রতন কুমার নন্দী-সহ বিশিষ্ট জনেরা। উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা লোকশিল্পী অমল বাওয়ালি বলেন, হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পকে তুলে নিয়েছিলেন লোকশিল্পী অমল বাওয়ালী। আর এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই অনেক অখ্যাত শিল্পী আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হয়তো এটাই বাউল উৎসবের সার্থকতা।

সপ্তাহ শেষে ট্রেন বাতিল, ভোগান্তির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর শেষেও ফিরছে ভোগান্তির সেই চেনা ছবি। হওড়ার পর এবার শিয়ালদা। ডিসেম্বরের ২৮ ও ২৯ তারিখ বাতিল থাকছে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। দমদমের কাছে রেল ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। সে কারণেই ৭ ঘণ্টার পাওয়ার ব্লক করা হচ্ছে। কাজ চলবে ২৮ তারিখ শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে পরের দিন অর্থাৎ ২৯ তারিখ রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত।

বিবৃতি জারি করে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে। পাশাপাশি কোন কোন লোকাল ট্রেন বাতিল থাকছে সেই তালিকাও দেওয়া হয়েছে।

২৮ ডিসেম্বর বাতিল থাকছে আপ ৩২২৪৯ শিয়ালদহ-ডানকুনি লোকাল। বাতিল থাকছে ডাউন ৩২২৫২ ডানকুনি-শিয়ালদা লোকালও। একইসঙ্গে ওইদিন কিছু ট্রেনের যাত্রাপথেও বদল আসছে।০৩১৭২ লালগোলা- শিয়ালদা প্যাসেঞ্জার ট্রেন রাত ২টো ১৫ মিনিটের পরিবর্তে ১০টা বেজে ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। ২৯ ডিসেম্বর বাতিল থাকছে শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদা-হাবড়া, শিয়ালদা-হাসনাবাদ, শিয়ালদা-ডানকুনি, শিয়ালদা-দত্তপুকুর, শিয়ালদা-কল্যাণী সীমান্ত, শিয়ালদা-শান্তিপুর, শিয়ালদা-গেঁদে, শিয়ালদা-কৃষ্ণনগর, শিয়ালদা-নৈহাটি, শিয়ালদা-রানাঘাট, বারাসত-দত্তপুকুর।

রাজ্যে বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় নৈহাটির মৌবনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে নৈহাটি বিধানসভার অন্তর্গত মাঝিপাড়া-পলাশী গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মৌবনী ভট্টাচার্য। নদীয়ার কল্যাণী গয়েশপুরের বেদীভবন রবিতীর্থ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌবনী। কৃতী পড়ুয়ার বাবা মানস ভট্টাচার্য একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মচারী। মেয়ের সাফল্যে বেজায় খুশি ভট্টাচার্য পরিবারের সকলেই। মৌবনীর মা মিতালি ভট্টাচার্য বলেন, মেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠতেই বৃত্তি পরিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। তাছাড়া স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং

গৃহ শিক্ষিকাও মেয়েকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিল। মিতালি দেবীর কথায়, আশা করেছিলাম, মেয়ে ভালো ফল করবে। কিন্তু মেয়ে রাজ্যে দ্বিতীয় স্থান পাবে সেটা ভাবিনি। ভবিষ্যতে মেয়ে উচ্চশিক্ষায় ভালো সাফল্য আসুক, এটাই তাঁরা চান।

টিটাগড় পুরপ্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেশ কয়েকদিন ধরেই 'টিটাগড় কী আওয়াজ' নামক একটি ফেসবুক আইডি থেকে টিটাগড় পুরসভার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। গত ২৪ ডিসেম্বর সাংবাদিক বৈঠক ডেকে টিটাগড়ের পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেছিলেন, 'বিজেপির কিছু পচা মাল তৃণমূলে এসে পুরসভার বদনাম করছে।' 'পচা মাল' বলে সম্মোধন করার প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার বেলায় টিটাগড় পুরসভার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। উক্ত বিক্ষোভে হাজির ছিলেন, আইনজীবী তথা বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী, ব্যারাকপুর-৩ মন্ডল সভাপতি ধরমপাল প্রসাদ, বিশাল জয়সওয়াল প্রমুখ। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী বলেন, 'দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে কু-কথা বলায় পুরপ্রধানকে পদত্যাগ করা উচিত।' তাঁর কটাক্ষ, 'যদিও টিটাগড়ের পুরপ্রধানের কোনও ক্ষমতা নেই। ওনাকে চালায় সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। তাই ওনার রাজনৈতিক অভিভাবকদের ক্ষমা চাওয়ার দাবি করছি।' ক্ষমা না চাইলে তারা রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করবেন বলে এদিন তা সাফ জানিয়ে দিলেন কৌস্তভ বাগচী। অপরদিকে ব্যারাকপুর-৩ মন্ডল সভাপতি ধরমপাল প্রসাদ বলেন, তৃণমূলের 'বি টিম' টিটাগড়

কি আওয়াজ নামক ফেসবুক আইডি থেকে পুরসভার নানান অনৈতিক কাজে নিয়ে প্রচার চালাচ্ছে। অথচ টিটাগড়ের পুরপ্রধান তাদেরকে দায়ী করে 'পচা মাল' বলছেন। কটু শধ প্রয়োগের জন্য পুরপ্রধান ক্ষমা না চাইলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। এই বিষয়ে পুরপ্রধান কমলেশ সাউয়ের দাবি, তিনি নাকি বলেছেন তৃণমূল থেকে কয়েকটা পচা মাল বিজেপিতে গেছে। আর বিজেপি থেকে কয়েকটা পচা তৃণমূলে এসে উল্টোপাল্টা কাজ করছে। পুরপ্রধানের কথায়, ওরা সারাজীবন পদত্যাগ চাইতে থাকবে। দেখবেন ওদের নিজেদের একদিন পদত্যাগ হয়ে যাবে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন শিল্পপতিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করলেন ভারতের শিল্পপতিরাও। শুক্রবার এক বার্তায় টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখ রন জানান, 'প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর প্রয়াণে আমরা শোকাহত। ডঃ মনমোহন সিং-এর এই মহান ব্যক্তিত্ব এক নতুন, উদার ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ডঃ সিং সর্বদাই তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর প্রেরণাদায়ক নেতৃত্ব তাঁকে সারা বিশ্বে সম্মান এনে দিয়েছে।

এরই পাশাপাশি জেএসডব্লু গ্রুপের চেয়ারম্যান সজ্জন জিন্দালও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করে জানান, 'ডঃ মনমোহন সিং, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের সঙ্গে যুক্ত দূরদর্শী নেতার প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। নম্রতা ও প্রজ্ঞার রাষ্ট্রনায়ক-যাঁর কাছে ভারত কৃতজ্ঞতার ঋণে ঋণী।'

সম্পাদকীয়

সামাজিক পরিকাঠামো এমন হোক বড়দিনের আনন্দ যেন আমরা সকলে মিলে করতে পারি

প্রতি বছরের মতো এ বারও ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকেই আমেরিকার বিভিন্ন শহর সেজে উঠেছিল ক্রিসমাসের নানা সজ্জায় ও আলোতে। এই সময় প্রতিটি শহরের প্রাণকেন্দ্র বা ডাউনটাউন ঝলমলে আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। সন্ধে হতেই নানা গির্জা থেকে ভেসে আসে ক্রিসমাস ক্যারল। এখানে শহরের মাঝ বরাবর অনেক ক্রিসমাস ট্রি-র উচ্চতা প্রায় চার-পাঁচতলা বাড়ির সমান। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষজনদের কাছেও উৎসবের সময় এটা। সবাই সবাইকে এই সময়ে নানা উপহারও দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই আলোর নীচেই আছে অন্ধকার। অনেকেই হয়তো জানেন না, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকায় দারিদ্র ২০২৩ সালে ছিল প্রায় ১১.১ শতাংশ। এখানে প্রচুর লোক এখনও গৃহহারা। অথচ, বছরের এই সময় এখানে তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের নীচে, তুষারপাত হয়। সেই প্রবল শীতে শহরের রাস্তার ধারে বা ভাঙা কোনও বাড়িতে গৃহহারারা দিন কাটান। শহরের রাস্তাঘাটে তাঁদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়। বড়দিনের আনন্দ, আলো, উপহার কিছুই তাঁদের জন্য নয়। ২০২১ সালে এই দারিদ্রের হার অনেকটাই কমে হয়েছিল প্রায় ৫.২ শতাংশ। এই রেকর্ড পরিমাণ হ্রাসের কারণ ‘চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট’-এ অস্থায়ী একটা ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তার পর সেটা অনেকটা বেড়ে যায়। ভাবা যায় না আমেরিকাকে যে আমরা বড়লোকের দেশ বলে জানি, সেখানে একটা ছোট শিশু এক টুকরো পাউরুটির জন্য কী ভয়ঙ্কর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়ে। ক্রিসমাসের সময় সারা বিশ্বের বিভিন্ন শহরে অনেক সংস্থা থেকেই শিশুদের জন্য খাবার, খেলনা বিতরণ করা হয়। কিন্তু সমস্ত শিশুর জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা আর সারা বছর খাবারের জোগান। এর জন্য সরকারের পাশাপাশি চাই আরও সাহায্যের হাত। তা হলেই এই ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়তো কিছুটা দূর হবে।

শব্দবাণ-১৪৫

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ভাব, ধরন ৩. গড়খাই ৫. ব্যাধ, কিরাত ৬. তাং ৭. শয়নগৃহ, — শয়নপরে ৯. সতর্ক ১১. স্বত্ব, অধিকার ১২. আমগাছ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিকল, অসাড় ২. অচল ৩. পড়ে যাওয়া ৪. খাদ্যদ্রব্য ৭. উৎপাত, ঝামেলা ৮. সমাধি ৯. শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ১০. বিষ।

সমাধান: শব্দবাণ-১৪৪

পাশাপাশি: ২. কীটানুকীট ৩. পরমপদ ৬. তরঙ্গমালা ৭. মহাসাগর।

উপর-নীচ: ১. অনভিপ্রেত ২. কীটপতঙ্গ ৪. মঙ্গলাচার ৫. দক্ষিণাপথ।

জন্মদিন

আজকের দিন

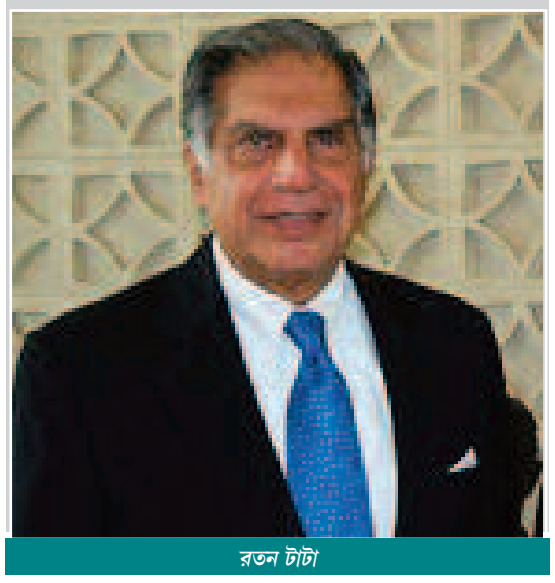

রতন টাটা

১৯৩২ *বিশিষ্ট শিল্পপতি ধিরুভাই আম্বানির জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটার জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অরুণ জেটলির জন্মদিন।*

সান্তাক্লজের উপহারের আনন্দ থেকেই হ্যাপি নিউ ইয়ারের হাতছানি জেগে ওঠে

স্বপনকুমার মণ্ডল

অভ্যাসে আনন্দ বেশিক্ষণ থাকে না। পেতে না-পেতেই তার উষ্ণতা শীতল হয়ে পড়ে। অচিরেই তা শুকনো ফুলের মতো মন থেকে ঝরে যায়। এজন্য অভ্যাসে একঘেয়েমি আসে,জীবনকেও ভারী করে তোলে। তখনই নতুন কিছু পাওয়ার জন্য মন আনচান করে। সেই নতুনের পরশে তার উতলা অস্থিরতা আজীবন সচল সরব। অজানা খনির পরশ মনির খোঁজে তার অবিরত অবারিত পথচলা। এই নতুনের অভিসারেই থাকে নতুন জীবনের হাতছানি। সেখানে শুধু নতুন কিছু পাওয়াই যথেষ্ট নয়,নতুন করে পাওয়াও জরুরি মনে হয়। চির নতুনের পূজারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো হারিয়েও নতুনের সন্ধানের কথা বলেছেন। তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণ, ‘তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে’। এজন্য পথচলাতেই আনন্দ। সেখানে পুরনো হওয়ার অবকাশ থাকে না,অভ্যাসের একঘেয়েমি আসে না। সেই চলার মধ্যেই জীবনকে নতুন করে পাওয়ার উত্তেজনা জেগে ওঠে, নতুনের আবাহনে নতুন জীবনের হাতছানি আন্তরিকতা লাভ করে । নব নব রূপে তার আমন্ত্রণ, নিত্য নব ভাবে তার আয়োজন। সেখানে সময়কে নতুন করে পাওয়ার চেতনায় আপনাতেই শুভ সূচনাবোধে মুদ্রাদোষকেই বরণ করে চলার বাতিক ভর করে, অনিশ্চয়তাকেই সুনিশ্চিত ভাবার আড়ম্বর স্ববাকমূর্তি নিবিড় হয়ে ওঠে। নিউ ইয়ার হয়ে যায় হ্যাপি নিউ ইয়ার, নববর্ষও শুভ নববর্ষ। অথচ সেখানে কেউ হ্যাপি-আনহ্যাপির হিসেব করে না,শুভ-অশুভের বিচারে যায় না। মনের প্রত্যাশাকে রঙিন করে তোলে মাত্র। আর তাতেই প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ফাঁকে অভ্যাসের জীবন কখন যে এগিয়ে চলে আরেকটি নতুন বছরের দিকে, তা বোঝার উপায় থাকে না। বরং নতুন করে জীবন শুরু করার প্রত্যাশায় নতুন বছরের অভ্যাসে অবসাদ নিবিড় হয়ে আসতেই সেই বছরের মাঝেই আগামী নতুন বছরের হাতছানি জেগে ওঠে। সেক্ষেত্রে নতুন করে নিজেকে বিস্তারের সূচনাতেই হ্যাপি নিউ ইয়ারের বা শুভ নববর্ষের আয়োজন আন্তরিক হয়ে ওঠে। ‘হ্যাপি’র মুদ্রাদোষে নিউ ইয়ারের ঘটা অজান্তেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, বার্থডের মুদ্রাদোষেও একাকার মনে হয়। সেখানে নিউ ইয়ারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে মানিয়ে নেওয়া যায়, মেনে নেওয়াও চলে,মনে নেওয়া দুরূহ। অথচ বড়দিনের উপহারের পাওয়ার আনন্দ থেকেই হ্যাপি নিউ ইয়ারের হাতছানি জেগে ওঠে।

আসলে জীবনের অস্তিত্বেই অতৃপ্তির সীমাহীন বিস্তার, চাহিদার অনন্ত আকাশ। জীবন যত এগিয়ে চলে,তত তার অতৃপ্তি বেড়ে যায়, ততই তার অচেনা-অজানার নিত্যনতুনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ জেগে ওঠে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সদিচ্ছা যত তীব্র হয়,ততই মনের চলনে নতুনের বিস্তার হাতছানি দিয়ে চলে। সেখানে জীবনে মোড় ফেরার মধ্যেই নতুনের অভিনব রূপে কেউ সাফল্য খোঁজে, কেউ নতুন জীবন মনে করে। ক্যালেন্ডারের দিন শেষ হয়ে যায়, তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই জীবনের মোড় ফেরানো সম্ভব হয় না। নিউ ইয়ারের হ্যাপি’র আনন্দ ঝাড়বাতির আলোর মতোই নিভে যায়, জীবনের বাড়িঘরকে আলোকিত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অভাবই স্বভাবি মনকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে না, ভুলিয়ে রাখতেও তার জুড়ি নেই। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে সান্তাক্লজের উপহার প্রদান থেকে ১জানুয়ারি কল্পতরুর মনোবাঞ্ছা পূরণের মধ্যেও সেই একই চেতনার বিস্তার। আধুনিক ভোগী জীবনে সবকিছুকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে দেখতে গিয়ে কেরিয়ারসর্বস্ব জীবনে শুধুই মাইনে, বেতন,উপরি পাওনা,উপরি আয়,বোনাস,ঘুষ,বাড়তি আয়,উপহার প্রভৃতির মধ্যে লাভলোকসানের হিসেবে বিপর্যস্ত মানুষই রূপকথাকে আঁকড়ে আনন্দ পেতে চায়,কল্পনার লাগাম টেনেও স্বপ্ন দেখে। আসলে ভোগ্য বস্তু বা তার উপকরণে কিংবা আনন্দের সামগ্রীতে আনন্দ মেলে না,তা একান্তই মনের বিষয়াশয়। সেই মনেই রূপকথার বসতি।

বিজ্ঞানের আগ্রাসী অগ্রগতিতে আধুনিক ভোগীবিশ্বে অভ্যাসের মুদ্রাদোষে পীড়িত জীবন, মনও তার কেনা গোলামের মতো দাসত্ব করে। সেখানে প্রেম-ভালবাসা,আদর-স্নেহ, শ্রদ্ধা-সম্মান সবই প্রায় দুর্লভ। অনেক ক্ষেত্রেই তা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম এবং লোকদেখানো প্রদর্শনী। সেসবই পণ্যায়িত বিশ্বে বিপণনের কাজেও সামিল হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘুষ রঙ বদলে উপহার হয়ে ওঠে, বাড়তি ইনকামে তা আভিজাত্য লাভ করে। অনিচ্ছায় দিলেও অনুদানকে দান মনে করতে হয়। শান্তি কেনার জন্য যে মস্তানি ট্যাক্স বা টাকা দেওয়া হয়,তাও চাঁদা নাম ধারণ করে। তাতে কারও মনে আন্তরিক উপহারে শৈশবের বিস্ময়কর আনন্দ জাগে না, দানের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে না, প্রতিবেশীর সম্পর্কে উষ্ণতাও অধরা মাধুরী মনে হয়। সেখানে ক্যালেন্ডারের পাতায় ছকবন্দি দিনগুলো রাতে মিলিয়ে যায়,অন্যমনে আঁধার কেটে আলোর পথে রূপকথা জেগে থাকে । নতুন ভোর বা সোনালি সকালের হাতছানিতে বছরটি যখন পুরনো হয়ে ঝরে পড়ে,সেই রূপকথাই তখন নতুন জীবনের স্বপ্ন ফেরি করে। সান্তাক্লজের শিশুদের উপহারে অবিশ্বাস জাগে না, রোমাঞ্চিত করে রূপকথায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু রূপ কল্পনাকে উপেক্ষা করেই সগৌরবে ঐশ্বরিক অনুভূতি সঞ্চার করে। ভোগী মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা যত বাস্তবমুখী হয়,ততই প্রশান্তির অভাব তীব্র হয়ে ওঠে। বৈধ পথে অর্জনের চেয়ে অবৈধ ভাবে উপার্জনে অর্থের প্রাচুর্য যত বাড়তে থাকে,ততই আনন্দের অভাব ঘটে,শান্তি বিঘ্নিত হয়। অভ্যাসের জীবনে তখন একদিকে ভালবাসার সামান্য উপহারে রূপকথার বরপ্রাপ্তির আনন্দ বয়ে আনে, অন্যদিকে আগ্রাসী ক্ষুধার ইচ্ছে পূরণে কল্পবৃক্ষের ফলের প্রত্যাশা জেগে ওঠে। সেখানে ভোগের লালসায় লোকের আত্মজ্ঞান হারিয়ে যায়। ভোগবিলাসে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে লোকের চৈতন্যের আনন্দই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কাশীপুরের উদ্যানবাটিতে (১৮৮৬-র ১জানুয়ারি) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সেই চৈতন্যের জাগরণকেই তাঁর আশীর্বাণীতে মূর্ত করে তুলেছেন, ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’। সেই আত্মসচেতনতার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের হাতছানি নিবিড় হয়ে ওঠে। আর তাতেই মেলে ‘হ্যাপি’ হওয়ার চাবিকাঠি। সেই চাবিকাঠির প্রত্যাশায় নিউ ইয়ারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে বিভূষিত করার মধ্যেই আমাদের সাধ ও স্বপ্ন নতুন করে রাঙিয়ে নেওয়ার অবকাশ পায়। অথচ তা অজান্তেই মুদ্রাদোষের শিকার হয়ে ওঠে।

বহুমুখী ক্ষুধায় তাড়িত জীবনে চৈতন্যে মোড় ফেরার ব্রত অজান্তেই ভোগে মত্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হতে পারে না। ভোগ জীবনকে শুধু স্বার্থপরতায় বশীভূত রাখে না,চেতনাকেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। তাতে চৈতন্যের জাগরণ ব্যাহত হয়, সাধনার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এজন্য সেই মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতেই দিনের পরে দিন চলে যায়,মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর। কখনও যদি বছরের মাঝে বা শেষে চৈতন্যোদয় হয়,তখনও তা নতুন বছরে শুরু করার ভাবনা গড়িয়ে চলে। হ্যাপি’র বিজ্ঞাপনী মোড়কে নিউ ইয়ার আসে যায়, সুকুমার রায়ের খুড়োর কলে নতুন জীবনের দূরত্ব বজায় থাকে। সময় এগিয়ে চলে, নববর্ষ প্রাচীনত্ব লাভ করে ইতিহাসে আশ্রয় নেয়। সেখানে আনহ্যাপির প্রাচুর্য,অশুভের আধিক্য। সভ্যতাগর্বী আধুনিকতা ইচ্ছেমতো নিজেকে আলোর রোশনাইয়ে রাঙাতে পারে, ভোগবিলাসে মত্ত করতে পারে, কিন্তু মানুষের মন ও মননবিশ্বের নতুন জীবনের চাবিকাঠিটি এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। বিশ্বায়নের যুগে ঘরে-বাইরের দূরত্ব মুছে ফেলায় সকলেই আজ বিশ্ববাসী। সেক্ষেত্রে নিজের ঘরই সেখানে পর হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাসী হয়ে সকলেই কমবেশি আজ মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হয়ে উঠেছে। সেখানে মনের ঘরে নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন আরও আত্মসংকটে। এজন্য হোটেলে গিয়েও লোকে মায়ের হাতে রান্না খোঁজে বা ঘরোয়া রান্নার বিজ্ঞাপন দেখে। বর্ষবরণে ঘর থেকে বাইরে এসে আনন্দযাপনের নামে হৈহুল্লোর উন্মাদনার মধ্যে হ্যাপি হ্যাপি ভাবের বিজ্ঞাপন অচিরেই সরে যায়, অতৃপ্ত অসুখী সেই উদ্বাস্তু জীবন জেগে ওঠে।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

২৫ বছর আগের সেই ফার্স্ট জানুয়ারি

সিদ্ধার্থ সিংহ

গুটি কতক পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি ১৯৯৯ সালে কাঠমান্ডু থেকে দিল্লিগামী আইসি-৮১৪ বিমানটি ছিনতাই করে। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে খবর। গোটা পৃথিবী জুড়ে হইচই শুরু হয়। নজর রাখা হয় তাদের যাবতীয় গতিবিধির ওপর। দেখা যায়, অমৃতসর-লাহৌর-দুবাই হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের কন্দহরে বিমানটি নামিয়েছে। জানা যায়, ছিনতাইকারীরা যাত্রী সেজে কাঠমান্ডু বিমানবন্দর থেকে ওই বিমানে উঠেছিল। তারা চার জনস্কট্টর উগ্রপন্থীর মুক্তি দাবি করে। হুমকি দিতে থাকে, তাদের দাবি মানা না হলে, প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর একজন করে যাত্রীকে গুলি করে বিমানের বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। বাদ দেওয়া হবে না নারী বা শিশুও।

ঘন ঘন জরুরি বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও বিমান মন্ত্রকের কর্তারা। যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিও। একদিন-দু’দিন নয়, একটানা সাত দিন ধরে চলতে থাকে দু’পক্ষের মুহুর্মুহু আলোচনা। দম বন্ধ করা দর কষাকষি। অবশেষে...

সেই রুদ্ধশ্বাস ঘটনার সঙ্গে ওই সময় আরও একটা ঘটনা সংবাদের শিরোনাম হয়ে উঠেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই নড়েচড়ে বসেছিলেন গোটা দুনিয়া। পৃথিবীর তাবড় তাবড় সব বিজ্ঞানী। তাঁরা তখন মাথার চুল ছিঁড়ছেন। কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। ৩১ ডিসেম্বরের রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তো সব শূন্য শূন্য হয়ে যাবে, এই ঐতিহাসিক ওয়াই টু কে বিপর্যয়ের কী করে সামাল দেবেন তাঁরা! সময় কি তা হলে থমকে দাঁড়াবে! শুধু বিজ্ঞানীরাই নন, মনে মনে সবাই শঙ্কিত এবং চিন্তিত।

সেই দিনটা ছিল একত্রিশে ডিসেম্বর। ওই রকম দু’-দু’টি ঘটনার মুখোমুখি হলেও, যেহেতু বহু আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে ছিল, তাই কেউ কেউ বন্ধ করার পরামর্শ দিলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বাতিল হয়নি।

সেই রাতে বিশাল জাঁকজমক পূর্ণ একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। গোটা স্টেডিয়াম উপচে পড়েছিল লোকে। প্রতিটা ক্ষণ চেটেপুটে নিচ্ছিল সবাই। দারুণ নাচগান চলছিল। তার রেশ ছড়িয়ে পড়ছিল দর্শকদের মনেও। গানের তালে তালে সবাই পা মেলাচ্ছিলেন। রাত বারোটা বাজতে তখন মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। হঠাৎ সেই অনুষ্ঠান মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে উদ্যোক্তারা ঘোষণা করলেন — এইমাত্র খবর এসেছে, যাঁরা বিমান হাইজ্যাক করেছিলেন, তাঁরা ওই বিমানের ১৯০ জন যাত্রীকে মুক্তি দিয়েছেন।

ঘোষণামাত্র গোটা স্টেডিয়াম করতালি আর উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল গোটা ভারতবাসী। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল, না, ওরা কাউকেই এমনি এমনি ছেড়ে দেয়নি। তার বিনিময়ে ওই জঙ্গিদের দাবি মতো ভারতীয় জেলে আটক মৌলানা মাসুদ আজাহার-সহ তিন জঙ্গিকে মুক্তি দিতে হয়েছিল।

ওই ঘোষণার ঠিক দু’মিনিট পড়েই মাঝপথে একটি উদ্দাম নৃত্যকে থামিয়ে দিয়ে করা হয়েছিল আরও একটি ঘোষণা — সমস্ত উদ্বেগের অবশান ঘটিয়ে বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত ওয়াই টু-কে’র সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন।

ঘড়ির তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা বাজতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাকি। হ্যাঁ, তার পর দিনই মহাসমারোহে পালিত হয়েছিল ফার্স্ট জানুয়ারি। এটা দু’হাজার সালের ঘটনা।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকের প্রস্তুতি, হেলিপ্যাড পরিদর্শনে উচ্চ আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: প্রতিশ্রুতি মতো আগামী সোমবার সন্দেশখালি আসবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। তার এই বৈঠক নিয়ে তৎপর জেলা প্রশাসন। সন্দেশখালির ঋষি অরবিন্দ মিশন মাঠে বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের প্রস্তুতি তুঙ্গে। শুক্রবার মাঠ ও কোথায় হেলিপ্যাড হবে তার পরিদর্শনে যান বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার অবজারভার তথা রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো-সহ জেলার প্রায় সব আধিকারিকরা।

লোকসভা ভোটের সময় বসিরহাটে ভোট প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন সন্দেশখালিতে তিনি আসবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রাখতেই তিনি সন্দেশখালির মানুষের সঙ্গে মিলিত হবেন। সোমবার একটা নাগাদ আকাশপথে সন্দেশখালি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি। জেলার উন্নয়নে খতিয়ান নেওয়ার পাশাপাশি আর কি কি কাজ বাকি আছে তার খোঁজ নেবেন তিনি। মঞ্চ থেকে সন্দেশখালি ১ এবং ২ নম্বর ব্লকের মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের ২০ হাজার উপভোক্তার হাতে সহায়তা পৌঁছে দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নিরাপত্তার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন পুলিশ ও মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব নিরাপত্তা আধিকারিকেরা। এদিন সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এই একটি প্রস্তুতি বৈঠকও হয়। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক নিয়ে সুজিত বসু বলেন, এটি সরকারি অনুষ্ঠান। এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি কিছু বার্তা দেবেন। সন্দেশখালি নিয়ে বিরোধীরা একটা সময় চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু তৃণমূলের জয় আটকাতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো অধিকাংশ কাজই হয়ে গেছে। কিছু বাকি থাকলে তাও হয়ে যাবে বলে জানান দমকল মন্ত্রী।

ডেবরায় কাঁসাই নদীর উপর সেতু তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ডেবরা এলাকার বাসিন্দাদের বহু প্রতীক্ষিত কাঁসাই নদীর উপর ট্যাবাগেড়িয়া সেতু বাস্তবায়নের পথে। সেতুর জন্য সরকারিভাবে জমি অধিগ্রহণের প্রাথমিক কাজ শুরু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা খুশি। ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জমিদাতাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের রাজি করানোর পর কাজ শুরু করেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি প্রদীপ কর বলেন, বাম আমলে কাঁসাই নদীর উপর লোয়াদা সেতু তৈরি করে ১০ বছর ফেলে রাখা হয়েছিল। সেই সেতু চালু হয়েছে। বালিচকে রেলগেটের উপর উড়ালপুলের কাজও শেষ হওয়ার পথে। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ট্যাবাগেড়িয়া সেতু নির্মাণের। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জমি কেনার পর পরিকল্পনা তৈরি করে পূর্তদপ্তর সেতু তৈরির কাজ শুরু করবে। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নির্মল ঘোষ বলেন, সরকার এখন জমি চিহ্নিত করে কেনার কাজ করছে। জমিদাতারা জমি দেওয়ার অঙ্গীকার করলে জমি কেনার টাকা বরাদ্দ হবে। বিএলএলআরও রূপবিলাস মণ্ডল বলেন, নদীর দুই পারে মকরামপুর, কমলপুর ও ট্যাবাগেড়িয়া এই তিন মৌজায় প্রায় সাড়ে ছ'একর জমি লাগবে। দু'শতাধিক জমিদাতার কাছে জমি কিনতে হবে। এর মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৭৮ জন জমিদাতা জমি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। ৭৫ জনের

এনওসি আমরা জেলায় পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকি জমি চিহ্নিত করে জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। আরও কয়েকজন এনওসি দিয়েছেন। সেগুলিও পর্যায়ক্রমে জেলাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ট্যাবাগেড়িয়া সেতুর দাবিতে বহু আন্দোলন হয়েছে। নদীর দুই পারে ভবানীপুর ও ভরতপুর পঞ্চায়েতে। বর্ষার সময় নদীতে জল উঠে যাওয়ায় ডেবরা থেকে দুই পঞ্চায়েত এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই সময় ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় পারাপার করতে হয় বাসিন্দাদের। অন্য সময় নদীর উপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করা হয়। তা দিয়েই যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। ফলে দুর্ভোগের শেষ থাকে না। স্কুল, কলেজ, সরকারি অফিস, হাসপাতাল দোকান, বাজার যেতে সমস্যায় পড়তে হয় কয়েক হাজার বাসিন্দাকে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভে উত্তাল লাউদোহার ফরিদপুর থানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার নবঘনপুর আদিবাসী পাড়ার নাবালক সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় কয়লা চুরির মামলা। তাদের দুর্গাপুর মহকুমা কোর্টে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিনে মুক্তি দেন। নাবালক সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় চরম ক্ষোভ তৈরি হয় এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে।

শুক্রবার সকাল ১০টা নাগাদ প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন তীর ধনুক হাতে থানা চত্বরে ভিড় জমান। থানা ঘেরাও করে শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন ছাড়াও বিক্ষোভে যোগ দেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঘরে শৌচাগার নেই, তাই প্রাকৃতিক কারণে তারা পুকুর যান, সেখান থেকেই ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজনের বয়স ১৫ বছর, অন্যরাও সবাই পড়ুয়া। কয়লা চুরির মিথ্যা মামলায় তাদের ফাঁসিয়েছে পুলিশ। সবাইকে মিথ্যা মামলা থেকে নিঃস্বার্থ মুক্তি দেওয়ার দাবিতেই বিক্ষোভ বলে জানান তারা। বিক্ষোভ ঘিরে থানা চত্বরে তৈরি হয় তুমুল উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে আশপাশের থানা থেকেও আধিকারিক সহ প্রচুর পুলিশ কর্মী দুর্গাপুর ফরিদপুর থানায় পৌঁছায়। নামানো হয় কমব্যাট ফোর্স। যদিও মিথ্যা মামলাই জড়ানোর অভিযোগ মানতে নারাজ পুলিশ। বেলা বারোটা নাগাদ শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের মধ্যস্থতায় বিক্ষোভ ওঠে।

হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: দিল্লি থেকে ফিরছিলেন তারকেশ্বরে, পেশায় তিনি অধ্যাপিকা গবেষক। দমদম বিমানবন্দর থেকে তারকেশ্বর ফেরার পথে বাসে ঘুমিয়ে পড়েন। তারপরই ঘটেছিল অঘটন! না কোনও চুরি ডাকাতি নয়, বরং যা ঘটেছিল তা টের অধ্যাপিকা পেয়েছিলেন ২৪ ঘণ্টা পর। টের পাওয়া মাত্রই তিনি চলে আসেন তারকেশ্বর থানায়। অবশেষে পুলিশই করে তার সমাধান।

ঘটনাক্রম ছিল কিছুটা এরকম অধ্যাপিকা কথাকলি মণ্ডল নয়ডা থেকে তারকেশ্বর আসার জন্য দিল্লি হয়ে কলকাতা এয়ারপোর্টে নামেন। সেখান থেকে হাওড়া স্টেশন, হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে তারকেশ্বর নেমে, তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ তারকেশ্বর বাস ধরে নামেন চাপাডাঙায়। এত বড় জার্নির মধ্যে বাসে এসে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে ছিল তার একটি ব্যাগ, যার মধ্যে ছিল তার যাবতীয় নথি থেকে মূল্যবান ল্যাপটপ পর্যন্ত। সেই ব্যাগটিকে বাসের বাঙ্কারে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং নিজের গন্তব্যস্থল আসলে ব্যাগের কথা ভুলে গিয়ে নেমে পড়েন বাস থেকে। পরের দিন সকালে যখন তিনি কাজে বসতে যান তখন মনে পড়ে তার কাছে একটি ব্যাগ ছিল। কথাকলি মণ্ডল তিনি জানান, বুঝতে পেরে তারকেশ্বর থানার দ্বারস্থ হই।

পুলিশের কাছে রিপোর্ট লেখাতেই মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে তার হাতে পৌঁছে যায় তার হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD — দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।
উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ১. শ্রী পার্থ সারথী চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** পিতা শ্রী দেব দাস চক্রবর্তী, চক্রবর্তীপাড়া, গ্রাম : দরিয়াহাট, পো : ঠাকুরানীবেড়িয়া, থানা : ক্যানিং, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৬। **২) শ্রী দেব দাস চক্রবর্তী, (সহ ঋণগ্রহীতা)** পিতা ধীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, চক্রবর্তীপাড়া, গ্রাম : দরিয়াহাট, পো : ঠাকুরানীবেড়িয়া, থানা : ক্যানিং, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৬। **৩) শ্রী তরুণ চক্রবর্তী (জামিনদাতা),** চক্রবর্তীপাড়া, গ্রাম : দরিয়াহাট, পো : ঠাকুরানীবেড়িয়া, থানা : ক্যানিং, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৬। **৪) শ্রী আশিস চক্রবর্তী (জামিনদাতা),** চক্রবর্তীপাড়া, গ্রাম : দরিয়াহাট, পো : ঠাকুরানীবেড়িয়া, থানা : ক্যানিং, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৬। **এ/সি নং : ৫০৩৯০৪৫৪৯৪৪ (টিএল)। খ) নিকারীঘাটা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ কমবেশি ৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন খতিয়ান আরএস ৩৭৯, এলআর খতিয়ান নং ১৮০/১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১০, মৌজা : ঠাকুরানিবেড়িয়া, জেএল নং ৮২, তৌজি নং ৩৯৩ বি/১ আরএস নং ৪৬/৪৭ নং লট, পরগনা : সন্দরবন, দরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা : ক্যানিং, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দান দলিল নং ২৫৫৪-২০১৭ সালের, পার্থ সারথি চক্রবর্তীর নামে। রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -মাতলা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১২, পৃষ্ঠা ৪৫৩৭১ থেকে ৪৫৩৮৪। চৌহদ্দি : উত্তরে : ঋষিকেশ চক্রবর্তীর ভবন ;দক্ষিণে : ১০ ফুট পাকা রোড, পূর্বে : মনীন্দ্র নাথ চ্যাটার্জির ভবন। পশ্চিম : ৬ ফুট সড়ক।	**ক) ২৯.১১.২০২৪ খ) ০৯.১২.২০২৪ গ) ৫,৩৪,৬৪৫.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ চৌত্রিশ হাজার ছশো পঁয়তাল্লিশ টাকা) ০৯.১২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১০.১২.২০২৪ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত

তারিখ : ২৮.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পশপুর শীতলামায়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
(রেজিঃ নং- ৪২, তারিখ- ১৩.০৩.১৯৬০)
গ্রাম- পশপুর, পোঃ- পশপুর, জেলা-হুগলী

স্মারক সংখ্যা : PE/03/2024 — তারিখ : 12.12.2024

সংশোধনীর বিষয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, বিশেষ সাধারণ সভার মোট পরিচালক মন্ডলের মধ্যে ৯টি পদ অসংরক্ষিত আসনের জন্য, ২টি পদ মহিলা সংরক্ষিত প্রার্থীর জন্য এবং ১টি পদ তফসিলি জাতি / উপজাতি আসনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নোটিসের বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাক্ষর — ইন্দ্রনীল মোহান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, পশপুর শীতলামায়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বাক্ষর — স্বপন কুমার পাল, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, পশপুর শীতলামায়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রঞ্জপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
(রেজিঃ নং- ২, তারিখ- ০৮.০১.১৯৬২)
গ্রাম- রঞ্জপুর, পোঃ- গৌরাঙ্গচক, জেলা-হুগলী

সংশোধনীর বিষয়
বিশেষ সাধারণ সভার মোট পরিচালক মন্ডলের মধ্যে ৯টি পদ অসংরক্ষিত আসনের জন্য, ২টি পদ মহিলা সংরক্ষিত প্রার্থীর জন্য এবং ১টি পদ তফসিলি জাতি / উপজাতি আসনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নোটিসের বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।
Memo No. Ran E/03/2024

স্বাক্ষর — ইন্দ্রনীল মোহান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, রঞ্জপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বাক্ষর — প্রবীর পান্ডে, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, রঞ্জপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রসিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
(রেজিঃ নং-৪৯, তারিখ- ০৪.০৭.১৯৫৮)
গ্রাম ও পোস্ট- রসিদপুর, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা-হুগলী (প.ব.), পিন-৭১২৪০৮

সংশোধনীর বিষয়
বিশেষ সাধারণ সভার মোট পরিচালক মন্ডলের মধ্যে ৯টি পদ অসংরক্ষিত আসনের জন্য, ২টি পদ মহিলা সংরক্ষিত প্রার্থীর জন্য এবং ১টি পদ তপসিলি জাতি/ উপজাতি আসনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নোটিসের বাকি অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।
Memo No. RE/03/2024

স্বাক্ষর — ইন্দ্রনীল মোহান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, রসিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
স্বাক্ষর — সৌমেন মিত্র, অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার, রসিদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI — এসবিআই পিবিবি ঢাকুরিয়া শাখা (৬১৫৯২) — সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি
১২ এবং ১৪ ই, গড়িয়াহাট রোড (দঃ), ২য় ফ্লোর কলকাতা, পিন-৭০০০৩১, ই-মেল: sbi.àpí¦pGp•@sbi.co.in

শ্রী সোম প্রকাশ মন্ডল, যিনি **এসবিআই পিবিবি ঢাকুরিয়া শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (৩০.১২.২০২৪) **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ১টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (৩০.১২.২০২৪) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী সোম প্রকাশ মন্ডল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৫.২০০ নিট ওজন ৫.০০০	২টি চেন
২.	৩০.১২.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৩.৩০০ নিট ওজন ৩.০০০	৮টি রিং মাকরি

স্থান: ঢাকুরিয়া
তারিখ: ২৮.১২.২০২৪
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AGI GREENPAC — এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpack.com

কোম্পানির সদস্যগণের অবগতির জন্য পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ("অ্যাক্ট"), বিধি ২২ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ধারা ১০৮ এর সাথে পঠিত ধারা ১১০ এর বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, এবং আইনের অন্য কোন প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী, সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ সার্কুলার") কর্তৃক ইস্যুকৃত, সেবি-এর রেগুলেশন ৪৪ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২) ভারতের কোম্পানি সেক্রেটারিদের ইনস্টিটিউট দ্বারা জারি করা (আইসিএসআই), এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, যেমন সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে (যেকোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলবৎ এর পুনঃপ্রণয়ন সহ, কোম্পানি বিশেষ ব্যবসার জন্য সদস্যদের অনুমোদন চায় বিশেষ প্রস্তাবের দ্বারা, যেমন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে ("নোটিস") উল্লেখ করা হয়েছে (যেমন ই-ভোটিং) শুধুমাত্র নীচে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য :

দফা নং	বিবরণ
	বিশেষ প্রস্তাব মাধ্যমে :
১	**কোম্পানি কর্তৃক ইক্যুইটি শেয়ার এবং/বা ইক্যুইটি লিঙ্কড সিকিউরিটিজ ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের অনুমোদন**

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :
(ক) উপরে উল্লিখিত বিধান এবং এমসিএ সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানি শুক্রবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ, **('কাট-অফ তারিখ')** শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে সেই সমস্ত কোম্পানির সদস্যদের কাছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত হয়েছে।
(খ) ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) শুরু হবে।
(গ) ই-ভোটিং সময়কাল সোমবার, ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। তারপরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে।
(ঘ) ই-ভোটিং অধিকার শুধুমাত্র সকল সদস্যদের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর গণনা করা হবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা উপকারী মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন এমন যেকোন ব্যক্তি কাট-অফ-তারিখ অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ব্যবহার করবেন।
(ঙ) ই-ভোটিংয়ের জন্য বিশদ নির্দেশাবলী নোটিশের নোটে দেওয়া আছে।
(চ) কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী প্রবীণ কুমার ড্রলিয়া, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং এফ২৩৬৬, সিপি নং ১৩৬২) কে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং ই-ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ ভোটদান ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করেছে।
(ছ) এমসিএ-এর সার্কুলার অনুসারে, নোটিশের প্রকৃত কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক উত্তর খাম পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বিতরন করা হয়েছে এবং সদস্যরা শুধুমাত্র ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থা হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড **('সিডিএসএল')** এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে।
(জ) যে সদস্যরা নোটিশ পাননি তারা mdpldc@yahoo.com-এ লিখতে পারেন এবং ইমেলের মাধ্যমে এটি পেতে পারেন বা কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.agigreenpack.com বা সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।
(ঝ) ই-ভোটিং সুবিধার সাথে যুক্ত সমস্ত অভিযোগের জন্য, সদস্যরা শ্রী রাকেশ ডালভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সিডিএসএল, এ উইং, ২৬ তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩ এর কাছে জানাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠান বা ০২২-২৩০৫৮৭৩৮/৮৫৪২/৪৩ বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করুন। এই পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ/প্রশ্নগুলি কোম্পানির আরটিএ-তে mdpldc@yahoo.com-এ জানাতে পারেন।
(ঞ) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বুধবার ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ এবং তা এক্সচেঞ্জগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.agigreenpack.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট-এ পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের আদেশক্রমে
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : A30926
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) ... [illegible]

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান — দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মিনতি ট্রেডার্স, স্বত্বা : শ্রী জয়ন্ত দেবনাথ** (প্রয়াত ভজন দেবনাথ এর পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা :** শালিপুর, লিচুতলা, পো : নিভুজি বাজার, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৪০৯ **এবং** **২) শ্রী প্রশান্ত দেবনাথ** (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী), **এবং** **৩) শ্রীকান্ত দেবনাথ** (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **এবং** **৪) শ্রী রাকেশ দেবনাথ** (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) এবং **৫) শ্রীমতি মিনতি দেবনাথ** (প্রয়াত ভজন দেবনাথের স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী) **সকলের ঠিকানা :** শালিপুর, লিচুতলা, পো : নিভুজি বাজার, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১৩৪০৯	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ এরিয়া ৮.২৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কালনা, জেএল নং ১৬৪, এলআর খতিয়ান নং ২১১২, আরএস প্লট নং ৩৩, শ্রেণি : বাস্তু, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, দান দলিল নং ১-১১৫৯-২০০৩ সালের, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৭, পৃষ্ঠা ১৫৩ থেকে ১৫৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কালনা, শ্রী ভজন দেবনাথের (প্রয়াত) নামে। বর্তমানে আইনি উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : ১. শ্রী জয়ন্ত দেবনাথ (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) , ২) প্রশান্ত দেবনাথ (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) ৩) শ্রী শ্রীকান্ত দেবনা (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী) ৪) শ্রী রাকেশ দেবনাথ (প্রয়াত ভজন দেবনাথের পুত্র এবং আইনি উত্তরাধিকারী), ৫) শ্রীমতি মিনতি দেবনাথ (প্রয়াত ভজন দেবনাথের স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : নবদ্বীপ দেবনাথের সম্পত্তি ; দক্ষিণে : মেটাল রোড ; পূর্বে : নারায়ণ দেবনাথের ভবন ; পশ্চিমে : শ্রী ভবেশ দেবনাথের রাইস মিল।	১) ০১.০৮.২০২৪ ২) ২৪.১২.২০২৪ ৩) ৬০,২০,২৭২.১৪ টাকা (ষাট লাখ কুড়ি হাজার দুশো বাহাত্তর টাকা এবং চোদ্দ পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০২.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সাহা মেডিকেল, স্বত্বাধিকারী : অরিন্দম সাহা,** পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র সাহা, **সাকিন :** উদয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, একতলা দোকান ঘর নং এস-৭ এবং এস -৮, ঠিকানা : ৭৪৩/এ, কবি ভারত চন্দ্র রোড, বাদামতলা, পো এবং থানা : চন্দননগর, হুগলি : ৭১২১৩৬, এবং আরও ঠিকানা : শ্রীপল্লি, নতুনপাড়া, পো এবং থানা : চন্দননগর, হুগলি : ৭১২১৩৬।	**সম্পত্তির মালিকের নাম : অরিন্দম সাহা, দলিল নং ১-১০৫৯/২০০২।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং এস-৭ একতলায়, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ সহ ১২৮ বর্গফুট, সকলের ব্যবহারের জায়গা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং চাতালের চার তলা (জি-৩) তলা ভবন নাম ' উদয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট', অবস্থিত ৭৪৩/এ, কবি ভারত চন্দ্র রোড (পূর্ব), থানা : চন্দননগর, জেলা হুগলি,চন্দননগর পৌর নিগমের অধীন ওয়ার্ড নং ২৩, আরএস দাগ নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি। **সম্পত্তির মালিকের নাম : অরিন্দম সাহা দলিল নং ১-১০৬০/২০০২।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান ঘর নং এস-৮, একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১৩৫ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের জায়গা ভোগ দখলের এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তি ভবনের চাতাল এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত চারতলা (জি-৩) তলা ভবন নাম উদয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত ৭৪৩/এ, কবি ভারত চন্দ্র রোড (পূর্ব),থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, চন্দননগর পৌর নিগমের অধীন, ওয়ার্ড নং ২৩, আরএস দাগ নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগনং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি।	১) ২১.০৯.২০২৪ ২) ২৬.১২.২০২৪ ৩) {১৮,৫৪,৩৭৪.৮৪ টাকা (সিসি) + ২,২৫,০০৫.৫০ টাকা (এফআইটিএল)} = মোট ২৫,৪১,৭৬৫.৩৪ টাকা (পঁচিশ লাখ একচল্লিশ হাজার সাতশ পঁয়ষট্টি টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা ২১.০৯.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৮.১২.২০২৪
স্থান - পূর্ব বর্ধমান/চন্দননগর
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD — স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০১.০২.২০২৫ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা (এগার লাখ চুরাশি হাজার নশো বাহাত্তর টাকা) ১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স ঘোষ ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ,** গ্রাম - মথুরাপুর স্টেশন রোড, পো. এবং থানা - মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৫৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. মেসার্স ঘোষ ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বা : শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ** গ্রাম : মথুরাপুর স্টেশন রোড, পো এবং থানা : মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৪। **২. শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ (জামিনদাতা) স্বত্বাধিকারী : মেসার্স ঘোষ ইলেক্ট্রনিকস অ্যান্ড ফার্নিচার।** পিতা সহদেব ঘোষ, ঘোষপাড়া, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৫৪। **৩. শ্রী প্রশান্ত কয়াল (বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা),** পিতা সুদর্শন কয়াল, ঘোষপাড়া, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৫৪। **৪. শ্রী প্রসেনজিৎ কয়াল (জামিনদাতা),** পিতা প্রশান্ত কয়াল, ঘোষপাড়া, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৫৪। **খ) দক্ষিণ বিষ্ণুপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ০৪ ডেসিমেল, তদস্থিত একতলা এবং অংশত দোতলা বসবাসের ভবন, মৌজা : গোপীনাথপুর, জেএল নং ৬০, দাগ নং ১৬০, ১৫৯/৫৩৪, এলআর প্লট নং ২৩৯, তৌজি নং ৩৭৩, আরএস খতিয়ান নং ৬, এলআর খতিয়ান নং ৪৭২, মথুরাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৪, দলিল নং ৯০০৫ তারিখ ০৬.০৮.১৯৮২, শ্রী প্রশান্ত কয়াল এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : সুদর্শন কয়াল; দক্ষিণে : সুদর্শন কয়াল; পূর্বে : প্রশান্ত কয়াল; পশ্চিমে : বিদ্যু বরণ কয়াল।	**১১,৮৪,৯৭২.০০ টাকা (এগার লাখ চুরাশি হাজার নশো বাহাত্তর টাকা) ১৩.০৬.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৪,৯১,০০০.০০ টাকা (*)** (চোদ্দ লাখ একানব্বই হাজার টাকা) **খ) ১,৪৯,১০০.০০ টাকা** (এক লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশ টাকা) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তার পূর্বে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50251920723 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০১.০১.২০২৫ থেকে ৩১.০১.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত (শাখায়)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০১.০২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ- ২৬.১২.২০২৪/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে টাওয়ার থেকে পড়ে মৃত্যু ৩ শ্রমিকের

দিশেহারা পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের টাওয়ার থেকে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার তিন শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের সিদি জেলার আমদাবাদ এলাকায়। রাতেই মালদার ইংরেজবাজার থানার অমৃতি এবং নতুন নৌঘরিয়া এলাকায় এই খবর পৌঁছতেই গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার সকাল হতেই মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের কর্তারা। তাদেরকে সহযোগিতার করারও আশ্বাস দেওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তিন শ্রমিকের নাম সিন্টু মোমিন (৩৫), আজমির মোমিন (৩২) এবং মোবারক নাদাপ (৩২)।

প্রথম দুই মৃত শ্রমিকের বাড়ি অমৃতি গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়া এলাকায়। অপর মৃত শ্রমিকের বাড়ি ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন নৌঘড়িয়া এলাকায়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি ঠিকাদার শ্রমিক সরবরাহকারী সংস্থার মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশে টাওয়ারের কাজ করতে গিয়েছিলেন ওই শ্রমিকেরা। এদিন কাজ করার সময় প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ফুট উঁচু থেকে নিচে পড়ে মৃত্যু হয় মালদার তিন শ্রমিকের।

মৃত মিন্টু এবং আজমির মোমিনের স্ত্রী মিনি বিবি, ফুলসারি বিবিদের বক্তব্য, বাড়িতে নাবালক ছেলেমেয়ে রয়েছে। বৃদ্ধ শ্বশুর, শাশুড়িও আছে। পরিবারের অভাব ঘোচাতে স্বামীরা মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলেন দিনমজুরি করতে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অকালে তাদের প্রাণ চলে গেল। মৃত মোবারক নাদাপের এক দাদা মহম্মদ আব্দুল তারেক বলেন, ভাইপোর পরিবারে দুই নাবালক ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছে। ওরা প্রচন্ড গরিব। আবাসের আবেদন করে ঘর পায়নি। হাতে কোনও রোজগার নেই। তার জন্যই ভিন রাজ্যে গিয়েছিল। মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য জুয়েল রহমান সিদ্দিকি বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে যতটা পেরেছি ওই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করেছি। ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে কয়েকজনকে তিন শ্রমিকদের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য টাকা-পয়সা সাহায্য করে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও দুই লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হবে। ইংরেজবাজারের বিডিও অনিরুদ্ধ ঘোষ জানিয়েছেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। তবে প্রশাসন সবরকম ভাবে ওই পরিবারগুলির পাশে রয়েছে।

আবাসে তোলাবাজির অভিযোগ অবশেষে পুলিশের জালে তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অবশেষে তৃণমূলের এক তোলাবাজ নেতা গ্রেপ্তার। ঘটনায় চাঞ্চল্য আরামবাগ মহকুমা জুড়ে। আবাস যোজনায় তোলাবাজি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় আরান্ডী এক নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল নেতা শেখ আরাফত। পাশাপাশি আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রসঙ্গত, আবাস যোজনায় তোলাবাজি করার অভিযোগ উঠেছিল আরামবাগের আরান্ডী এলাকার এক দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। আর তার প্রতিবাদ করেছিলেন তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা। আর তাতেই তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। সেই ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত তৃণমূল নেতার স্ত্রী ও পঞ্চায়েত সদস্যা জাহানারা বেগম। এই অভিযোগের ভিত্তিতে আরামবাগ থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ আরাফত সহ মোট দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের শুক্রবার আরামবাগ মহকুমা

আদালতে তোলা হয়। জানা গেছে, আরামবাগের আরান্ডী ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আরাকুল গ্রামে ১৬ জন আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছেন। আর তাদের কাছে থেকে তোলাবাজি করে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই তৃণমূল নেতা শেখ আরাফতের বিরুদ্ধে। আবার আরাফতের এই কাণ্ডের প্রতিবাদ করেছিলেন পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ আব্বাসউদ্দিন। তার জেরে আরাফতের নেতৃত্বে তার দলবল আব্বাসউদ্দিনকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। তাকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পরে জাহানারা বেগম আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা শেখ আরাফত সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের আদালতে তোলা হয়। যদিও আদালতে যাবার সময়ে শেখ আরাফত সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি কোনও মারধর করিনি। আমি তোলাবাজিও করিনি। আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।

বার্নপুর ইস্কোর-পুনরুজ্জীবনের মূল কারিগর প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আজও কৃতজ্ঞ ইস্পাত শহর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দীর্ঘ রুগ্নদশা কাটিয়ে আধুনিকীকরণ হয়েছিল দেশের অন্যতম প্রাচীন বার্নপুর ইস্পাত কারখানা। সেইসময় ইউপিএ সরকারের আমলে মনমোহন সিং ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ধুকতে থাকা বার্নপুর ইস্কো কারখানার সমস্ত শ্রমিক সংগঠন মিলে গড়েছিলেন ইস্কো বাঁচাও কমিটি। ইস্কো বাঁচাও আন্দোলনে নেমেছিলেন তারা। ২০০৪ সালে তারা কারখানা বাঁচানোর আবেদন করে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। আর ২০০৬ সালে বার্নপুর ইস্কো কারখানা জুড়ে যায় সেইল আইএসপির সঙ্গে। ১৮ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করা হয় ইস্কো আধুনিকীকরণে। মাত্র ১ মিলিয়ন টন উৎপাদনকারী ইস্কো তৈরি হয় ২.৫ মিলিয়ন টনে। এবার সেই কারখানা হচ্ছে ৭ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনে। এবার লগ্নি হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। কারখানার এই বিরাট আধুনিকীকরনের বীজরোপণ করে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াত হয়েছেন মনমোহন সিং। তার প্রয়াণ দিবসে স্মৃতি রোমন্থনে কারখানার

শ্রমিক সংগঠন ও প্রাক্তন কর্মীরা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি। শ্রমিকদের দাবি, মনমোহন সিং না থাকলে আজ শ্মশানের চেহারা নিত ইস্পাত শহর বার্নপুর।

৯০ এর দশকে রুগ্ন হয়ে পড়ে কারখানাটিতে শ্রমিক ছিল তখন ১০ হাজার। শ্রমিকদের বেতন ছিল অনিয়মিত। ২০০৪ সালে শ্রমিকদের আবেদন শুনেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর, সেই দিনটি ভুলবেন না বার্নপুরবাসী। ওইদিন বার্নপুর এয়ারস্ট্রিপে নেমেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সেখানেই হয় ইস্কো আধুনিকীকরণের শিলান্যাস। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ইস্পাতমন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ান, তথ্য মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সিপিএম সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। সেদিন মনমোহন সিং বলেছিলেন, আমি বিশ্বাস রাখি, এই কারখানা ভবিষ্যতে অন্যতম লাভজনক সংস্থা হয়ে উঠবে। কারখানার শ্রমিকদের দাবি, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মনমোহন সিংয়ের সেই কথা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ব্যাংকের ভেতর থেকে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: ব্যাংকের ভেতরেই ঘাপটি মেরে বসে ছিল এক দুষ্কৃতী। বুঝতে পারেননি প্রৌঢ়া গ্রাহক ও তাঁর বউমা। ক্যাশ কাউন্টার থেকে জমি বিক্রির নগদ ৫০ হাজার টাকা তোলার পর ব্যাংকের ভেতরেই দাঁড়িয়ে বউমাকে সঙ্গে নিয়ে টাকা গুনছিলেন প্রৌঢ়া জেনেহারা বিবি। টাকা গুনে ব্যাগে রাখতে যাওয়ার সময় আচমকা হাত থেকে ছো মেরে দৌড়ে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতী যুবক। শুক্রবার বেলা এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি থানার নিশ্চিন্তপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে। ব্যাংকের ভেতরে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ব্যাংকে পৌঁছয় কুলপি থানার পুলিশ। প্রৌঢ়া গ্রাহকের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ব্যাংকের সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেলপুকুরের রাঙাফলার গ্রামের বাসিন্দা জেনেহারা বিবি, বউমা মৌরজান বিবিকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চিন্তপুরের এই ব্যাংকে টাকা তুলতে এসেছিলেন। তারপরই ব্যাংকের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটায়

কার্যত স্তম্ভিত গ্রাহকরা। এই বিষয়ে জেনেহারা বিবি বলেন, 'জমি বিক্রির টাকা রেখেছিলাম ব্যাংকে। বউমাকে নিয়ে সেই টাকাই তুলতে এসেছিলাম। নগদ ৫০ হাজার টাকা ক্যাশ কাউন্টার থেকে তুলে গুনছিলাম। সেই সময়ই আচমকা একজন এসে টাকা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। ব্যাংকে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না যে ওই দুষ্কৃতীকে ধরবে। পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানিয়েছি। তাঁরা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও দেখেছেন। তবে টাকা কিভাবে উদ্ধার হবে জানি না। অন্যদিকে ওই ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দিব্যেন্দু সাহা বলেন, 'আমি আমার কেবিনে ছিলাম। হঠাৎ আওয়াজ পেয়ে এসে বিষয়টি জানতে পারি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশকে খবর দিই।

প্রতিভাবান শিল্পীদের মঞ্চের সুযোগ করে দেয় নৃত্য ও গান মেলা : জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বৃহস্পতিবার থেকে সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে শুরু হল বীরভূম জেলা নৃত্য ও গান মেলা। এবছর গান মেলা দ্বাদশ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। ২০১১ সালে বীরভূম জেলা স্কুল ময়দানে ২৬ অগস্ট থেকে ২৮ অগস্ট পর্যন্ত মোট তিনদিন দিয়ে শুরু হয়েছিল গান মেলা। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় বন্ধ হয়ে পড়ে গান মেলা। ২০২০ সালে করোনা নিয়ম বিধি মেনে গান মেলা ছোট্ট পরিসরে বাড়ির ছাদে অনুষ্ঠিত করা হয়। একুশে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় গান মেলার সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয় অর্থাৎ ১৪ বছরের যাত্রা পথে দু'বছর নৃত্য ও গানমেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি জেলার শিল্পীরা কিন্তু সব আক্ষেপ ভুলে এবছর পালন করা হচ্ছে 'নৃত্য ও গান মেলার এক যুগ'। সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলা পরিষদ সংলগ্ন আম্বেদকর উদ্যান হতে সাংস্কৃতিক কর্মীদের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে তা এসে পৌঁছয় মেলা প্রাঙ্গণে। গানমেলার এক যুগের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বীরভূমের জেলা শাসক তথা সংগীত শিল্পী বিধান রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়ূরাক্ষী খালমণ্ডলের অধীক্ষক বাস্তুকার সমর সরকার ও ময়ূরাক্ষী সদর শেষ ভুক্তি বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার সন্দীপ দাস, সংগীত গুরু শান্তব্রত নন্দন, ওসি ট্রাফিক

সুমন প্রামানিক প্রমূখ ব্যক্তিত্বরা। এবারও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্ব বহুরূপী শিল্পী ননীচরা দাস বাউল, লোকো শিল্পী নিখিল ঘোষ, সুরকার গীতিকার মণিরুদ্দিন আহমেদ ও লোকো কবি-গীতিকার সন্তোষ কর্মকার এবং নৃত্যশিল্পী সমীরণ দাস, বাউল শিল্পী নিতাই দাস বাউলদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

জমি অধিগ্রহণ ও বকেয়া চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা ইসিএলের কাজোরা এরিয়ার মধুজোর কোলিয়ারি ফের চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে ইসিএল। কয়লা উৎপাদনের বরাত দেওয়া হয়েছে একটি বেসরকারি সংস্থাকে। কিন্তু বকেয়া চাকরি ও নতুন করে জমি অধিগ্রহণ সহ

কয়েকটি কারণে কোলিয়ারিটি ফের চালু করা নিয়ে দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। সম্প্রতি উক্ত কোলিয়ারির পরিতক্ত আবাসনগুলি খালি করার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সংস্থা। ৩০ বছর ধরে আবাসন গুলি দখল করে বসবাস করছে প্রায় ৭০টি পরিবার। পুনর্বাসনের দাবিতে তারা ইতিমধ্যে শুরু করেছে বিভিন্ন জায়গায় দরবার ও আন্দোলন। ১৯৮৪ সালে মধুজোর কোলিয়ারির জন্য দক্ষিণখন্ড, ভাদুর, কালিপুর গ্রাম সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করে সংস্থা। জমির বিনিময়ে কিছু জমিদাতা চাকরি পেলেও এখনো ৩৩ জনের চাকরি বকেয়া রয়েছে। নতুন করে কোলিয়ারিটি চালু হবে এই খবর চাউর হতেই চাকরি না পাওয়া জমিদাতারা সংগঠিত হয়ে সক্রিয় হয়েছে। বকেয়া চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত নতুন কোলিয়ারির কাজ করতে দেওয়া হবে না বলেও জানিয়েছে তারা। এরপর রয়েছে নতুন করে জমি অধিগ্রহণের জটিলতা। যে জায়গাগুলি নতুন করে অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, প্রস্তাবিত জমির মালিকরা বেসরকারি সংস্থাকে জমি দিতে আগ্রহী নয়। জমি সরাসরি কিনতে হবে ইসিএলকে, এই দাবিতে সংগঠিত হয়েছে জমির মালিকেরাও। তৈরি হয়েছে 'অন্ডাল কৃষি জমি জীবিকা রক্ষা সমিতি' নামে সংগঠন। বৃহস্পতিবার প্রস্তাবিত জমির নীচে মজুত কয়লার পরিমাণ জানতে শুরু হয় বোরিং এর কাজ। এই কাজের বরাত পাই পিএমপিডিএলআই নামে সংস্থা। এই খবর জানতে পেরে শুক্রবার ঘটনাস্থলে জড়ো হয় জীবন জীবিকা রক্ষা সমিতির সদস্য ও স্থানীয়রা। বকেয়া চাকরি ও সরাসরি জমি অধিগ্রহণের দাবি না মেটা পর্যন্ত কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে সংস্থাকে তারা সাফ জানান। বোরিং এর কাজ কাদের অনুমতিতে করা হচ্ছে সেই নিয়েও দেখা দেয় জটিলতা। আন্দোলনকারীরা সংস্থার কাজোড়া এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার এই বিষয়ে কিছু জানেন না। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ। আন্দোলনকারীদের বাধাতে কাজ বন্ধ রাখার কথা জানায় বরাত পাওয়া ওই সংস্থা। জীবন জীবিকা রক্ষা সমিতির পক্ষে সভাপতি বলেন, নতুন করে কোলিয়ারিটি চালু হলে তাতে কারো কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বকায়া চাকরি ও সরাসরি জমি অধিগ্রহণের দাবি সংস্থাকে মানতে হবে।

হিমঘরে রাখা আলু-না পেয়ে পাহাড়হাটিতে বিক্ষোভ কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: হিমঘরে রাখা আলু না পেয়ে পাহাড়হাটি এলাকায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষকরা। অভিযোগ, সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, হিমঘরে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আলু রাখার দিন ধার্য করা হয়েছিল। ২৭ ডিসেম্বর কৃষকরা হিমঘরে গিয়ে তাদের আলু নিতে চাইলে হিমঘর কর্তৃপক্ষ জানায় তাদের আলু বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন কৃষকরা। তাদের রাখা আলু ফেরতের দাবি জানায়। অন্যদিকে হিমঘর কর্তৃপক্ষ কৃষকদের আলু ফেরত দেওয়ার জন্য সময় চেয়ে নেয়। কিন্তু তাতে রাজি হন না কৃষকরা। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার পাহারহাটি হিমঘরে।

এরপরেই চাষিরা হিমঘরে বিক্ষোভ দেখানোর পর মেমারি দু'নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিতভাবে একটি ডেপুটেশন দেন। মেমারি দু'নম্বর ব্লকের বিডিও জানিয়েছেন, বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে এবং চাষিদের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

দৃষ্টি নাট্য সংস্থার নাট্য উৎসব ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: শুরু হল দত্তপুকুর দৃষ্টি নাট্যসংস্থার 'নাট্য উৎসব ২০২৪'। দত্তপুকুরের নিবাধুই মান্নাপাড়ায় সংস্থার নিজস্ব শিল্পশালায় তিনদিন ব্যাপী চলবে এই নাট্য উৎসব। তিনদিনে নিজেদের প্রযোজনার ৪টি একাঙ্ক নাটক ছাড়াও আরও ৪টি নাটক

মঞ্চস্থ হবে। এছাড়া ৫টি স্কুল নাটক মঞ্চস্থ হয় এই উৎসবে। শুক্রবার বিকেলে নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুব্রত দত্ত। উপস্থিত ছিলেন ভাস্কর মুখার্জি, সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ও প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, ১৯৯০ থেকে দৃষ্টির পথচলা শুরু হয়। তারপর বহু সফল নাটক দৃষ্টির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ছোটদের নাট্যচর্চা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একটি শিল্পশালা তৈরি করেছি।

বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে প্রাণ গেল তিন যুবকের। গুরুতর জখম ১। বৃহস্পতিবার খাল বিল উৎসব থেকে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু এবং একজন আহত হয়। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে পূর্বস্থলী - ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসিডাঙা গ্রামে এসটিকেকে সড়কে। বাইকে বাড়ি ফিরছিল নিচু চাপাহাটির সমীর মণ্ডল ওরফে রকি (১৯) এবং বিক্রম বিশ্বাস। তুলসিডাঙা গ্রামের কাছে অন্য আরেকটি বাইকের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অন্য বাইকে ছিল কুশল দাস (১৯) এবং বিভাস কর্মকার (২৪)। সংঘর্ষে সকলেই রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হয়। চারজনকেই উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা সমীর মণ্ডল, কুশল দাস এবং বিভাস কর্মকারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বিক্রম বিশ্বাস গুরুতর আহত অবস্থায় কালনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বিধায়ক হস্টেল থেকে ধৃত জুনায়েদুল হকের গ্রেপ্তারিতে শোরগোল পুরশুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: কলকাতার বিধায়ক হস্টেল থেকে গ্রেপ্তার হওয়ায় তিন যুবকের বাড়ি হুগলি জেলায়। এর মধ্যে জুনায়েদুল হক চৌধুরির বাড়ি আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ার ধাপধারা গ্রামে। পাশাপাশি আর এক যুবক শুভদীপ মালিকের বাড়ি তারকেশ্বরে। এই ঘটনায় দুই এলাকাতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং গ্রামের মানুষ হতবাক। এই রকম দাগী অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলে তারা। যদিও সরাসরি ক্যামেরার সামনে মুখ খোলেনি। ধৃত জুনায়েদুলের গ্রামে ঝাঁ চক-চকে বাড়ি। দীর্ঘদিন ধরে তারা কলকাতায় থাকে। তাই গ্রামের মানুষের সঙ্গে তাদের কোনও যোগাযোগ নেই। তবে স্থানীয় মানুষ দাবি করছে, ওদের নাকি কলকাতাতে ক্যান্টিন আছে। সরকারি দপ্তরে খাবার পাঠায়। অপরদিকে তারকেশ্বরের নাইটা মালপাহারপুরের রামচন্দ্রপুরের বাসিন্দা ধৃত শুভদীপ মালিক। পেশায় সে গাড়ি চালক। কলকাতায় এক ব্যক্তির গাড়ি চালাত। তাই কলকাতায় থাকত শুভদীপ। এই স্থানীয় এক যুবক বলেন, বছর দুই আগে এই রকমভাবে একবার জালিয়াতি করেছিল শুভদীপ। থানায় অভিযোগও হয়েছিল। আবারও এই ঘটনা ঘটল। প্রসঙ্গত, তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের নাম করে পাঁচ লাখ চেয়ে কালনার পুরপ্রধানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয় ওই তিন যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নাম জুনায়েদুল হক চৌধুরি, শুভদীপ মালিক এবং শেখ তসলিম। তিনজনই হুগলির বাসিন্দা। গত সেপ্টেম্বর মাসেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ওএসডি (অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি)-র বিরুদ্ধে। এবার একই রকমভাবে অভিষেকের নাম করে তৃণমূলের এক পুরপ্রধানের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা চেয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাচক্রে, এমএলএ হস্টেলের যে ঘরে তাঁরা ছিলেন, সেই ঘরটি কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিল রঞ্জনের নামে 'বুক' করা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। যদিও এই নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

অগ্নিদগ্ধ মহিলার দেহ উদ্ধার চাঁচলের মালতীপুরে, হবে ফরেনসিক তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আম বাগানের ঘরের গাদায় পুড়ে যাওয়া এক মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো চাঁচল থানার মালতীপুর এলাকায়। শুক্রবার সাতসকালে চাঁচল ২ ব্লক অফিস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এমন ঘটনা জানাজানি হতে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে পৌঁছয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, চাঁচল থানার আইসি পুর্ণেন্দু কুন্ডু সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। তদন্তের ক্ষেত্রে আম বাগানের ওই এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়। যদিও ওই মহিলার শরীরের নব্বই শতাংশ দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শুধুমাত্র গোড়ালি থেকে পায়ের পাতাটুকু অবশিষ্ট ছিল। তাই মৃতের নাম পরিচয় শনাক্তের ক্ষেত্রেও পুলিশ ফরেনসিক অফিসারদের সহযোগিতা নিচ্ছে বলে জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মৃতদেহের পাশ থেকে একটি জঙ্গলের মধ্যে রক্তমাখা চাকু উদ্ধার হয়েছে। এক জোড়া মহিলাদের জুতো উদ্ধার হয়েছে। একটি প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে কিছু মেডিসিন উদ্ধার হয়েছে। তবে কোথা থেকে কিভাবে এই মহিলার দেহ এখানে এল তা পরিষ্কার করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ধর্ষণ করে খুন না অন্য কিছু সেটিও পরিষ্কার নয়।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন সকালে ওই আমবাগান সংলগ্ন আশপাশের জমিতে কয়েকজন মানুষ কাজ করছিলেন। তারাই প্রথমে ধোঁয়া দেখতে পায়। ভেবেছিলেন ঠান্ডার জন্য কেউ

হয়তো আগুন জ্বালিয়েছে। কিন্তু বাতাসে ধোঁয়ার দুর্গন্ধ ছড়াতেই আশেপাশের লোকজনের সন্দেহ হয়। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ দেহটি মহিলার। পাশের একটি ঝোপ থেকে ধারালো চাকু উদ্ধার হয়েছে। একটি সোনার নাকের দুল উদ্ধার হয়েছে। যেহেতু মৃতদেহটির নব্বই শতাংশ শরীর পুড়ে গিয়েছে বলে কোনও কিছু শনাক্ত করা যায়নি। শনিবার ঘটনা তদন্তে ফরেনসিক অফিসারদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্কুলে হাজিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: স্কুলে হাত তুলে হাজিরা দেওয়ার দিন শেষ। ডিজিটাল পদ্ধতিতেই এবার পড়ুয়াদের হাজিরা দিতে হবে। দাঁইহাট গার্লস স্কুলের পর এবার গুসকরা বেনিয়াপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালতেও চালু হল ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি। ছোটো ছোটো পড়ুয়াদের পরিচয় পত্রে লাগানো রয়েছে সেন্সর। তা বায়োমেট্রিক যন্ত্রতে ঠেকালেই অভিভাবকদের মোবাইলে এসএমএস চলে যাবে। শুক্রবার স্কুলে ডিজিটাল পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টজনেরা।

নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকেই কাটোয়ার দাঁইহাট গার্লস স্কুলের এমন পদ্ধতি শুরু হয়ে যাবে। ছোটো পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু করল স্কুল কর্তৃপক্ষ। গুসকরা বেনিয়াপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ২৬৩

জন পড়ুয়ারই এমন পদ্ধতিতে হাজিরা চালু করা হল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামসুন্দর গোস্বামী বলেন, স্কুলের পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এমনটা করা হয়েছে। এরজন্য সরকারিভাবে ২০ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, স্কুলে আগেই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ছয়জন শিক্ষকও রয়েছেন।

নিজের জন্মস্থানেই অবহেলিত বিরল প্রতিভা পুর্ণেন্দু পত্রী

মনোজ চক্রবর্তী ● শ্যামপুর

হাওড়া জেলার শ্যামপুর দুই ব্লকের অখ্যাত এক গ্রাম নাকোল। রূপনারায়ণের তীরে সবুজে ঘেরা নিরিবিলি সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই গ্রামে ১৯৩১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জন্মেছিলেন এক বিরল প্রতিভা। পুর্ণেন্দু পত্রী, যাঁর ছদ্মনাম সমুদ্র গুপ্ত। যিনি একধারে শিশু সাহিত্যিক, গবেষক, চিত্র পরিচালক ও প্রচ্ছদ শিল্পী। কলকাতার বই পাড়া কলেজ স্ট্রিটের অলিগলিতে, প্রকাশের ঘরে আজো শোনা যায় তাঁর নাম। প্রচ্ছদ শিল্পী হিসাবে একটা সময়ে তিনি কলেজ স্ট্রিটে ছিলেন একমেব অদ্বিতীয়ম। বাংলা চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়,ঋত্বিক ঘটক,

মৃণাল সেনের পরেই উচ্চারিত হয় তাঁর নাম। 'স্ত্রীর পত্র', 'ছেঁড়া তমসুখ', 'স্বপ্ন নিয়ে' ইত্যাদি ছায়াছবি তাঁর প্রতিভাকে উদ্ভাসিত করেছিল। সাহিত্যে 'সমুদ্র গুপ্ত' ছদ্মনামে তাঁর বিচরণ ওয়াকিবহাল মহলের জানা। এমনকী নিজের জন্মস্থানেই অবহেলিত তিনি। নাকোল গ্রামে ঘুরে জানা গিয়েছে একটি স্মারক ও নেই কোথাও। যে প্রাইমারি স্কুলে তিনি পড়তেন সেই নাকোল প্রাইমারি স্কুলে এখন উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে। প্রাইমারি স্কুলের আলাদা বিল্ডিং হয়েছে। সেই স্কুলের ই শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। কিন্তু স্কুলের অনুষ্ঠানে পুর্ণেন্দু পত্রীকে নিয়ে 'ন যৌ -ন তস্থৌ' পরিকল্পনা। অর্থাৎ নমো নমো করে সারা হচ্ছে পুর্ণেন্দু স্মরণ। পুর্ণেন্দু পত্রীর বাড়ি (বর্তমানে বিক্রিত) নাকোল শিবতলার পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে পিচ রাস্তা। উন্নয়নের ছোঁয়া লাগলেও অবহেলিত হয়ে রয়েছে তাঁর বাড়ি যাওয়ার পথটিও। অথচ তাঁর বাবা পুলিন বিহারী বাবুর লাগানো বটগাছ ও গাছের নীচে কংক্রিটের ভাঙাচোরা চাতাল আজো সাক্ষী দেয়। নতুন প্রজন্মের কাছে পুর্ণেন্দু পত্রীকে তুলে ধরতে না পারার আক্ষেপ পুর্ণেন্দু অনুরাগী আফতাব খাঁনের। উল্লেখ্য স্কুলের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত অনুষ্ঠান সূচিতে কোথাও তাকে নিয়ে অনুষ্ঠানের কথা নেই। বিষয়টি নিয়ে প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার পাল ও স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি দীপক দোলুই অবশ্য সূচির বাইরে পুর্ণেন্দু পত্রীকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আশ্বাস দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে তরুণ প্রজন্মের চিত্রশিল্পী সৈকত খাঁড়া জানান, 'এত বড় প্রতিভাবান এক মানুষ নিজের জন্মস্থানেই অবহেলিত।'

প্রশ্নের মুখে রোহিতের নেতৃত্ব

৩১০ রানে পিছিয়ে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ৪৭৪ রান তুললেও ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন যশস্বী জয়সওয়াল এবং বিরাট কোহলি। কিন্তু দিনের শেষে এগিয়ে রইল অস্ট্রেলিয়াই। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার একাধিক ভুলে কিছুটা সুবিধা পেয়ে গেলেন স্টিভ স্মিথেরা। ব্যাটার হিসাবেও ব্যর্থ রোহিত। প্রশ্নের মুখে রোহিতের নেতৃত্ব। দিনের শেষে ভারত ১৬৪/৫।

প্রথম দিনেই টেস্টে চালকের আসনে ছিল অস্ট্রেলিয়া। টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন প্যাট কামিন্স। তাঁর দলের ব্যাটারেরা একের পর এক অর্ধশতরান করেন। ওপেনার স্যাম কনস্টাস অভিষেক ম্যাচে ৬৫ বলে ৬০ রান করেন। একের পর এক ছক্কা মারেন। প্রথম দিনে রান করেন উসমান খোয়াজা (৫৭), মার্নাস লাবুশেন (৭২) এবং অ্যালেক্স ক্যারেও (৩১)। স্টিভ স্মিথ অপরাজিত ছিলেন ৬৮ রানে। দ্বিতীয় দিনে তিনি শেষ করেন ১৪০ রানে। কামিন্স করেন ৪৯ রান। তাঁদের দাপটে ৪৭৪ রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু দোষ এড়িয়ে যেতে পারবেন না রোহিত।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে রোহিত বল তুলে দেন মহম্মদ সিরাজের হাতে। তিনি প্রথম ওভারেই ৯ রান দেন। উল্টো দিক থেকে আকাশ দীপকে শুরু করান ভারত অধিনায়ক। তৃতীয় ওভারে আবার যশপ্রীত বুমরাকে নিয়ে আসেন রোহিত। প্রথম দিনের শেষ ওভারটি করেছিলেন বুমরা। সেই কারণে তাঁকে প্রথম ওভার দেওয়া যায়নি দ্বিতীয় দিনে। আবার সিরাজ যে দিক থেকে ওভার শুরু করেছিলেন, সেই দিক থেকেই বুমরাকে বল করানোর পরিকল্পনা ছিল রোহিতের। তাই এক ওভার করিয়েই সিরাজকে সরিয়ে দেন তিনি। কিন্তু প্রথম ওভারেই ৯ রানের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াকে আত্মবিশ্বাসও দিয়ে যান ভারতীয় পেসার। বুমরা ছাড়া আর কোনও পেসার সে ভাবে ছাপ ফেলতে পারছিলেন না। কিন্তু মেলবোর্নে ভারতীয় দলে দু'জন স্পিনারকে নেওয়া হয়েছে। অথচ রোহিত তাঁদের দিয়ে মাত্র ৩৮ ওভার বল করালেন। রবীন্দ্র জাডেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দরকে প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও অনেক দেরিতে বল করতে পাঠালেন। ফলে বাড়তি স্পিনার নিলেও তাদের কাজে লাগাতে পারল না ভারত।

রোহিতের এমন নেতৃত্বের সমালোচনা শোনা গেল রবি শাস্ত্রীর গলায়। ভারতের প্রাক্তন কোচ বলেন, অদি ৪০ ওভারের পর বল করাতে হয় তা হলে দলে দু'জন স্পিনার নেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? মেলবোর্নে অবশ্যই ইনিংসের অর্ধেক ওভার স্পিনারদের দিয়ে করানো উচিত। আমি বুঝলাম না কেন জাডেজা এবং ওয়াশিংটনকে ৪০ ওভারের পর বল করতে পাঠানো হল।দ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ভারত ১২২.৪ ওভার বল করেছে। তার মধ্যে স্পিনারেরা করেছেন মাত্র ৩৮ ওভার। দুই স্পিনার মিলে যদিও চারটি উইকেট তুলে নিয়েছেন। বুমরা একা নিয়েছে চার উইকেট। এবং দু'টি উইকেট আকাশের। তবে বাংলার পেসারকে উইকেট উপহার দিয়ে গিয়েছেন স্মিথ। বল তাঁর ব্যাটে লাগার পর প্যাডে লাগে। তার পর ড্রপ খেতে খেতে চলে যায় উইকেটে। স্মিথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ লেন তাঁর উইকেট ভেঙে গেল। বল আটকানোর চেষ্টাই করলেন না ১৪০ রান করা ব্যাটার।

সিরাজকে প্রথম ওভার দেওয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যে পেসার ২৩ ওভারে ১২২ রান দিয়েছেন, আগের ম্যাচগুলিতেও সে ভাবে নজর কাড়তে পারেননি, তাঁকে দিয়ে আক্রমণ শুরু করা কতটা উচিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ওভার বুমরাকে দিয়ে করানোর পরিকল্পনা যদি রোহিত আগে থেকে করতেন, তা হলে অবশ্যই প্রথম দিনের শেষ ওভারটি তাঁকে দিয়ে করাতেন না। কিন্তু পরের দিনের ভাবনা হয়তো ভারত অধিনায়কের মাথায় ছিল না। শাস্ত্রী বলেন, ভভারতের উচিত ছিল বুমরাকে দিয়ে শুরু করা। কিন্তু সিরাজ প্রথম ওভার করল। ওর আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। ভারতের উচিত সিরাজকে ঠিক ভাবে ব্যবহার করা।দ কার পরে কোন বোলারকে বল করানো উচিত, সেই পরিকল্পনা কি রোহিত ঠিক মতো করেছেন মেলবোর্ন টেস্টে?

প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে রোহিতের ওপেন করা নিয়েও। এ বারের অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের সফলতম ব্যাটার লোকেশ রাহুল। তিনিই একমাত্র নতুন বলটি ঠিক মতো সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রথম তিনটি টেস্টে ওপেন করা সেই রাহুলকে মেলবোর্নে তিন নম্বরে পাঠিয়ে নিজে ওপেন করতে নামলেন রোহিত। মিডল অর্ডারে রান পাচ্ছিলেন না তিনি। পুরনো জায়গায় ফিরেও রান পেলেন না। মাত্র ৩ রান করে আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে আউট হওয়ার ধরন নিয়ে। কামিন্সের বাউন্সারে পুল মারতে গিয়েছিলেন রোহিত। ইনিংসের সেটি দ্বিতীয় ওভার। রোহিতের মতো অভিজ্ঞ ব্যাটারের কি ৪৭৪ রানের বোঝা মাথায় নিয়ে এমন ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হল?

রান আউট হয়ে শতরান হাতছাড়া করলেন যশস্বী

নিজস্ব প্রতিনিধি: খুচরো রান নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যাটারদের বোঝাপড়ার অভাব দেখা গেল মেলবোর্নে। তার মাসুল হিসাবে শতরানের কাছে পৌঁছেও আউট হয়ে গেলেন যশস্বী জয়সওয়াল। তিনি খ চরো রান নিতে চাইলে, কয়েক পা এগিয়েও ফিরে যান বিরাট কোহলি। যশস্বী আউট হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা যায় প্রাক্তন অধিনায়ককে।

লোকেশ রাহুল আউট হওয়ার পর তৃতীয় উইকেটের জুটিতে যশস্বী এবং কোহলি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ভারতের ইনিংসকে। বল বুঝে খেলার চেষ্টা করছিলেন দু'জনেই। ব্রিসবেনে ব্যাটিং ভরাডুবির পর ভারতীয় ব্যাটিংকে বেশ জমাট দেখাচ্ছিল মেলবোর্নের ২২ গজে। দু'জনের জুটিতে ১০২ রান তোলার পরই ছন্দপতন। খুচরো রান নেওয়া নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিতে ভেঙে গেল তাঁদের জুটি। প্রায় নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে সাজঘরে ফিরতে হল যশস্বীকে (৮২)। নিজের ভুলেই কি আউট হলেন যশস্বী? নাকি কোহলির জন্য আউট হতে হল তাঁকে? প্রশ্ন উঠেছে যশস্বীর রান আউট ঘিরে।

ঘটনাটি ভারতের ইনিংসের ৪১তম ওভারের। ব্যাটার ছিলেন যশস্বী। বোলার ছিলেন স্কট বোল্যান্ড। ওভারের শেষ বলটি অস্ট্রেলিয়ার জোরে বোলার একটি ফুল লেংথে করেন। সামনের পায়ে ভর দিয়ে সহজেই বলটি যশস্বী খে লেন মিড-অন অঞ্চলে। ফিল্ডার ছিলেন প্যাট কামিন্স। তিনি কিছুটা দূরে থাকায় যশস্বী দৌড়ে এক রান নেওয়ার জন্য কোহলিকে বলেন। এ ক্ষেত্রে যশস্বীরই 'কল' ছিল। কারণ বল গিয়েছিল পিচের নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে থাকা কোহলির পিছন দিকে। যশস্বীর রানের ডাক শুনে দু'তিন পা এগিয়ে যান কোহলিও। তার পরই তিনি পিছন ফিরে দেখেন, বল ধরে ফেলেছেন কামিন্স। তা দেখে কোহলি রান না-নিয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তত ক্ষণে যশস্বী প্রায় কোহলির প্রান্তে পৌঁছে যান। তা দেখে ঠান্ডা মাথায় কামিন্স বল ছুড়ে দেন উইকেটরক্ষক অ্যালেক্স ক্যারেকে। তিনি বল দিয়ে উইকেট ভেঙে দেন। রান আউট হয়ে যান যশস্বী।

ক্রিকেটের রীতি অনুযায়ী, যে ব্যাটার বল এবং সংশ্লিষ্ট ফিল্ডারকে দেখতে পান তিনিই খুচরো রান নেওয়ার জন্য সঙ্গীকে আহ্বান জানান। অপর জন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ন। কারণ যিনি বল দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর পক্ষে বল এবং ফিল্ডারের অবস্থান বুঝে রান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ। মেলবোর্নের ঘটনায় যশস্বীই সেই ভূমিকায় ছিলেন। এবং তিনি রান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অভিজ্ঞ কোহলি পিছনে তাকিয়েই বুঝতে পারেন রান সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন। তাই তিনি এগিয়েও ক্রিজে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রীতি অনুযায়ী, তাঁর নেওয়ার কথা না-হলেও এই সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। আবার যশস্বীও দৌড়চ্ছিলেন কামিন্সের দিকে তাকিয়ে। কোহলিকে লক্ষ করেননি তিনি। যাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা, সেই যশস্বী নিয়েছিলেন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর যাঁর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা নয়, সেই কোহলি নিয়েছিলেন সঠিক সিদ্ধান্ত। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, শতরানের কাছে পৌঁছে যাওয়া যশস্বীর রান আউট কার ভুলে? ভুল রয়েছে দুই ব্যাটারেরই। যশস্বীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং কোহলির ক্রিকেটীয় রীতির ক্ষেত্রে। আবার দু'জনেই ঠিক। যশস্বী ক্রিকেটীয় রীতিতে। কোহলি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে। নিশ্চিত ভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে এই ধরনের ভুল বোঝাবুঝি কাম্য নয়। তেমনই ঘটনায় শেষ হল যশস্বী-কোহলির ১০২ রানের জুটি।

এই ঘটনার প্রভাব পড়ল ভারতের ইনিংসেও। ২ উইকেটে ১৫৩ রান থেকে ১৫৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। যশস্বীর আউটে কোহলির মনোসংযোগ নষ্ট হয়। সাত বল পরেই তিনি আউট হয়ে যান ৩৬ রান করে। রান পাননি নৈশ প্রহরী হিসাবে নামা আকাশ দীপও।

ব্যাটে-বলে মাতিয়ে দিলেন দীপ্তি

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে চুনকাম করল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমে বল হাতে ৩১ রানে ৬ উইকেট। এর পরে ব্যাট হাতে অপরাজিত ৩৯ রান। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ একাই মাতিয়ে দিলেন দীপ্তি শর্মা। বরোদার কোটাম্বি স্টেডিয়ামে শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কে পাঁচ উইকেটে হারিয়ে সিরিজ ৩-০ করল ভারত।

আগে ব্যাট করতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ অল আউট হয়ে যায় ১৬২ রানে। দীপ্তি ছাড়াও ভাল বল করেন রেণুকা সিংহ ঠাকুর (৪/২৯)। শুরুতে একটু সমস্যায় পড়লেও পাঁচ উইকেট বাকি থাকতে জয়ের রান তুলে নেয় ভারত। ৭৩ রানের মধ্যে ভারতের চারটি উইকেট পড়ে গিয়েছিল। দীপ্তি নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দলকে জিতিয়ে দেন। অপর প্রান্তে ১১ বলে ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন রিচা ঘোষ।

আগে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলেই উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রেণুকা ফেরান কিয়ানা জোসেফকে (০)। সেই ওভারেই ফেরেন হেইলি ম্যাথেউজও (০)। এর পর দিয়ান্দ্রা ডটিনকে (৫) ফেরান রেণুকা। চাপ সামলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে লড়াইয়ে ফেরান শেমাইনি ক্যাম্পবেল (৪৬) এবং চিনেল হেনরি (৬১)।

এর পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শেষ করে দেন দীপ্তি। মাঝে ম্যান্ডি মাঙ্গরুকে আউট করেন রেণুকা। বাকি সব উইকেটই পেয়েছেন দীপ্তি। ১৬২ রানে শেষ হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

রান তাড়া করতে নেমে ভারতও পড়ে সমস্যায়। স্মৃতি মন্ধানা (৪) এবং হরলীন দেওল (১) শুরুতেই ফিরে যান। প্রতিকা রাওয়াল (১৮) এবং হরমনপ্রীত কউর (৩২) কিছুটা লড়াই করেন। অবদান রেখেছেন জেমাইমা রদ্রিগেসও (২৯)। শেষের দিকে রিচার সঙ্গে দীপ্তির জুটি ভারতকে জিতিয়ে দেয়।

Press Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 08 nos. (NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **24/12/2024 to 14/01/2025. Vide NIT- 12/ PMKSY-WDC 2.0/ 04 /Jhalda-II-NRM /2024-25.**
Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**
Assistant Director of Agriculture
Jhalda II Block, & PIA,
Sahahar- Mamudih
Watershed Purulia

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

প্রধানমন্ত্রী হয়েও মনমোহনের সাধারণ জীবনযাপনে অবাক একসময়ের রক্ষী

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় জোরালো নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ঘুরতে হত বুলেটপ্রুফ গাড়িতে। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন উচ্চ নিরাপত্তাবিশিষ্ট বিএমডব্লিউতে যাতায়াত করতে হলেও, তাঁর মনজুড়ে ছিল নিজের ছোট 'মারুতি ৮০০' গাড়িই। তা নিয়ে প্রায়ই আফসোসও করতেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও তাঁর সাধারণ জীবনযাপনে অবাকই হতেন তাঁর একসময়ের দেহরক্ষী অসীম অরুণ।

অসীম একজন প্রাক্তন আইপিএস। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহনের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা 'স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ (এসপিজি)'-র প্রধান ছিলেন অসীম। অবসর নেওয়ার পর রাজনীতিতে পা দেন তিনি। বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ সদরের বিধায়ক এবং যোগী-মন্ত্রিসভার সদস্য অসীম। মনমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে কাটানো সময় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অসীমবাবু লেখেন, 'আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মনমোহনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকার। প্রায় সর্বক্ষণই থাকতাম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দলের মধ্যেই একজনই প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারত, তা ছিলাম আমিই। তাই ওঁর ছায়াসঙ্গী হয়েই ঘুরতাম।'

মনমোহনের সাধারণ জীবনযাপন নিয়ে বলতে গিয়ে অসীম লেখেন, 'ড. সিংয়ের নিজের একটিই গাড়ি ছিল, মারুতি ৮০০। যা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে তাঁর জন্য অনুমোদিত বিএমডব্লিউ গাড়ির পিছনে রাখা থাকত। প্রায়ই তিনি আমাকে বলতেন, এই বিলাসবহুল গাড়িতে চড়া তাঁর পছন্দ নয়। আমি তাঁকে বোঝাতাম, নিরাপত্তার জন্যই তাঁকে ওই গাড়ি চড়তে হবে। তাঁর কনভয় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তখন তিনি নিজের মারুতি গাড়ির দিকে চেয়ে থাকতেন।'

৯২ বছর বয়সি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার দিল্লি এইমসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। রাত ৮টা নাগাদ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ৯টা ৫১ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে এইমস কর্তৃপক্ষ। তাঁর মৃত্যুতে সাত দিনের জাতীয় শোকপালনের ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার মনমোহনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি সকলেই শুক্রবার দিল্লিতে মনমোহনের বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

সংসদের সামনে গায়ে আগুন, দু'দিন পর মৃত্যু যুবকের

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর: সংসদের সামনে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা যুবকের লড়াই শেষে। বৃহস্পতিবার দিল্লির হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর শরীরের ৯৫ শতাংশই পুড়ে যাওয়ায় বাঁচার আশা ছিল ক্ষীণ। যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২৬ বছরের জিতেন্দ্র কুমার উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, যুবক বিকম পাশ করে আইনের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু গ্রামে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অশান্তির কারণে পড়াশোনা করতে পারেননি। এমনকি, দিনমজুর হিসাবে কাজ করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। সেই কারণেই যুবক আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। যুবকের কাছ থেকে দু'পাতার যে সুইসাইড নোট পাওয়া গিয়েছিল, অর্ধেক পুড়ে গিয়েছে। সেই লেখা উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, ২৫ ডিসেম্বর বুধবার দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন যুবক। জ্বলন্ত দেহ নিয়েই সংসদ ভবনের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ধরে ফেলেন। দ্রুত জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে। দু'দিন ধরে সেখানে চিকিৎসার পর যুবকের মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা চলছে আদালতে। সেই মামলাগুলিতে নিষ্পত্তি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানোর পরিকল্পনা ছিল যুবকের। সেই কারণেই দিল্লিতে এসেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি।

কিশোরকে ফুঁসলিয়ে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার ১৯-র তরুণী

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ ডিসেম্বর: ১৬ বছরের কিশোরকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ বছরের এক তরুণী। ধৃত তরুণী নাবালকের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া। শুক্রবার বালিকুন্নমের পুলিশ ধৃত তরুণীকে নিম্ন আদালতে হাজির করায়। তাঁর বিরুদ্ধে নাবালককে ফুঁসলিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে পালানো, যৌন নিপীড়ন-সহ একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কেরলের কোল্লাম জেলার বাসিন্দা ১৯ বছরের শ্রীকুট্টির সঙ্গে বালিকুন্নমের এক নাবালকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাঁদের সম্পর্কের কথা জানাজানি হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি শুরু হতেই কিশোরকে বাড়ি থেকে নিয়ে পালান শ্রীকুট্টি। গত ১ ডিসেম্বর কিশোরের পরিবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করতেই তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পরে পথনমথিতা এলাকায় ২৫ ডিসেম্বর ওই ছাত্রটির সঙ্গে তরুণীরও খোঁজ পায় পুলিশ।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ওই নাবালক তাকে বেশ কয়েকবার যৌন নির্যাতন করেছেন। একবার সে পালিয়ে বাড়ি ফিরতে চেয়েও ব্যর্থ হয়। গ্রেপ্তার করা হয় তরুণীকে।

প্রয়াত সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

টোকিও, ২৭ ডিসেম্বর: প্রয়াত সুজুকি মোটর কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ওসামু সুজুকি। বয়স হয়েছিল ৯৪। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ২৫ ডিসেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। প্রসঙ্গত, সুজুকি কর্পোরেশনকে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ছোট গাড়ি প্রস্তুতকারকে রূপান্তরিত করার কৃতিত্ব দেওয়া হয় তাঁকেই।

১৯৩০ সালের ৩০ জানুয়ারি জাপানের গেরোতে জন্ম তাঁর। ১৯৫৮ সালে সুজুকি মোটর কর্পোরেশনে যোগ দেন তিনি। তখন তাঁর পদবি ছিল মাৎসুদা। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর শোকো সুজুকির পরিবারের সংস্থায় যোগ দেওয়ার পরে সেই পদবি তিনি গ্রহণ করেন। এরপর মাত্র পাঁচ বছরেই দ্রুত উন্নতি করেন। ১৯৬৩ সালে পরিচালক পদে উন্নীত হন তিনি। পরবর্তী দেড় দশকে হয়ে ওঠেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ততদিনে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে সুজুকি মোটরের নাম। ২০০০ সালে অবসর নেওয়ার আগে দু'বার সংস্থার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ওসামু সুজুকি। তাঁর আমলেই জেনারেল মোটরস ও

ভক্সওয়াগেনের মতো সংস্থার সঙ্গে জোট বেঁধে সাফল্যের নতুন মাত্রা অর্জন করে সুজুকি মোটর। প্রসঙ্গত, শোকো ও ওসামু সুজুকির তিনটি সন্তান রয়েছে। তাঁদের পরিবার জাপানের হামামাতসু শহরে বাস করে।

সুজুকির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের পর আটের দশকে ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করে ওই সংস্থা। ১৯৮২ সালে ভারত সরকারের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় মারুতি উদ্যোগ। আর সেই উদ্যোগের ফলশ্রুতিই মারুতি ৮০০। রাতারাতি ভারতের বাজারে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ছোট্ট গাড়িটি। অচিরেই দখল নেয় গাড়ির দেশীয় বাজার। আজ এদেশের বৃহত্তম গাড়ি নির্মাতা মারুতি সুজুকি।

তবে ওসামু সুজুকিকে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি তা নয়। জাপানে জ্বালানি-অর্থনীতির পরীক্ষা কেলেঙ্কারির সম্মুখীন হন তিনি। ২০১৬ সালে সিইও পদ থেকে তাঁকে সরে যেতে হয়। কিন্তু তবুও সংস্থার উন্নতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বরাবরই অটুট ছিল।

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
Tender Notice No:
JGP 773 Tender 15th
FC TIED 2024
Dated : 26-12-2024
01 (One) nos. of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Jetia Gram Panchayat. NIT No. 2024_ZPHD_790991_1. Estimated tender amount is Rs. 832633.00. Details contact website : **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jetia Gram Panchayet

N.I.Q. No. 01 of 2024-2025
Sealed Quotation are invited by the Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division -III P.W.Dte. For Traffic Survey work on **23.12.2024**
1. Last Date of receipt of Application: - **02.01.2025 up to 2.00 P.M.**
2. Receipt of Quotation in sealed envelope: **-06.01.2025 at 3.00 P.M.**
Assistant Engineer, PWDte
Berhampore
Sub Division No.III

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 13/EO/2024-25
E-Tenders are invited for 3 nos Civil works. Bid Submission start- **27/12/2024**, Ends- **10/01/2025.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
No:- 05/2024-25
Memo No: 1258/GM Dated: 26.12.2024
1st Call for N.I.e.T 05/2024-25 is invited by this Municipal Authority for Restoration & Renovation of Bituminous Raod in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 15.01.2025 up to 12.00 Noon. for details visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.guskaramunicipality.co.in**
Sd/-Chairman
Guskara Municipality

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No:-07/ANDUL-II GP/ 2024-2025** With Vide Memo No. **301/Andul-II GP/2024-25, Dated: - 24-12-2024**, The Last date for online submission of tender is **03-01-2025 up to 03.00 P.M.**
For details please visit website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchayat

NABADWIP MUNICIPALITY
Nabadwip : Nadia
Memo NO-396/C Chairman/ NM/2024, Dated-26.12.2024
APPLICATION ARE INVITED FOR EMPANELMENT OF STRUCTURAL ENGINEER (I&II) ,GEOTECHNICAL ENGINEER (I&II) AND STRUCTURAL REVIEWER FOR SANCTIONING OF BUILDING PLAN IN URBAN LOCAL BODIES. FOR DETAILS VISIT MUNICIPALITY OFFICE ON ANY WORKING DAY. **LAST DATE OF RECEIVING APPLICATION 10.01.2025**
Sd/-
Chairman
Nabadwip Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) MAK-II/NIT/28/2024-25, dated 27.12.2024 and ii) MAK-II/NIT/29/ 2024-25, dated 27.12.2024, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **27.12.2024 at 06.00 PM.** Last date of Bid submission : **04.01.2025 upto 11.00 AM.** Date of opening : **06.01.2025 at 01.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Mandir Bazar Block, South 24 Parganas
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার ড্রেন সংক্রান্ত কাজের জন্য (5th S.F.C & 15th F.C Grant) থেকে দরপত্র আহ্বান করছেন। e-Tender id- 2024_ZPHD_790826_1, 2024_ZPHD_790826_2, 2024_ZPHD_790826_3, & 2024_ZPHD_790905_1 Dated - 27/12/2024. Bid Submission Start Date -**27/12/2024 at 10:30AM** and Bid Submission End **Date-06/01/2025 at 11.30 AM,** Bid opening Date **-08/01/2025 at 11.30AM.** Online e- Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সগ্রহ ও আবেদন করার জন্য **www.wbtenders.gov.in** ভিজিট করুন।
ধন্যবাদান্তে
প্রধান
জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
মন্দির বাজার ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

শনিবার • ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

সময়কালকে পিছনে ফেলে উত্তরণের পথে যাঁরা

শুভাশিস বিশ্বাস

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আসলে পুরুষরা নারীর চেয়ে উচ্চতর, নারীরা নিকৃষ্ট এমন এক মনোভাব একেবারে প্রথম থেকে প্রোথিত হয়ে যাওয়ায় নারীদেরও মনে হয়েছে এই পুরুষদের হাত থেকে বাঁচতে এবং নানা সামাজিক আবর্তে তাঁদের সুরক্ষা দরকার। এর শুরুয়াৎ, আর্যদের সময়কাল থেকেই। ইতিহাস বলে, তৎকালীন ভারতীয় সমাজে অনার্য সংস্কৃতিকে বিদ্যমান ছিল মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তবে এই অনার্যদের পরাজিত করে আর্যরা। এরফলে অনার্যদের মাতৃতান্ত্রিক যে সংস্কৃতি ভারতে ছিল তা মুখ থুবড়ে পড়ে। এরফলে সামগ্রিক ভাবে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়।

আজ একবিংশ শতাব্দীতে নারীরা নিজেকে আধুনিক বলে দাবি করেন ঠিকই, তবে বেশিরভাগ পুরুষই নারীদেরকে তাঁদেরকে দেখেন ঐতিহ্যগত এবং গতে বাঁধা এক দৃষ্টিকোণ থেকেই। নারীদের প্রতি তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীদের জীবনে নেমে এসেছে নানা সমস্যা। শুধু তাই নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আসলে পুরুষরা নারীর চেয়ে উচ্চতর, নারীরা নিকৃষ্ট এমন এক মনোভাব একেবারে প্রথম থেকে প্রোথিত হয়ে যাওয়ায় নারীদেরও মনে হয়েছে এই পুরুষদের হাত থেকে বাঁচতে এবং নানা সামাজিক আবর্তে তাঁদের সুরক্ষা দরকার। এর শুরুয়াৎ, আর্যদের সময়কাল থেকেই। ইতিহাস বলে, তৎকালীন ভারতীয় সমাজে অনার্য সংস্কৃতিকে বিদ্যমান ছিল মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তবে এই অনার্যদের পরাজিত করে আর্যরা। এরফলে অনার্যদের মাতৃতান্ত্রিক যে সংস্কৃতি ভারতে ছিল তা মুখ থুবড়ে পড়ে। এরফলে সামগ্রিক ভাবে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় দেখা দেয় জাতপাতের বিভেদ। যা আদতে তৈরি করে এক প্রবল বৈষম্য। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, বৈদিক যুগে নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিল। তবে তাঁরা সারা জীবন অবিবাহিত থেকে তাঁদের জ্ঞানচর্চা চালিয়ে যাওয়ায় বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার মতো কোনও নিপীড়নমূলক প্রথার উদ্ভব হয়নি। একইসঙ্গে এই সময়ে এও নজরে এসেছে যে, নারীদের সম্পত্তির অধিকার ছিল না। এক্ষেত্রে ভারতীয় নারীদের নিয়ে দুটি চিন্তাধারা তৈরি হয়। যেখানে একটি ধারা লিঙ্গ সমতা বিবেচনা করে। অপর ধারাটি কেবলমাত্র মহিলাদেরকে শোষণের বস্তু হিসেবে মনে করা হতে থাকে। যা আদতে মহিলাদের ভাবমূর্তিকে অনেকটাই নিচু করেছিল।

এদিকে 'মনুস্মৃতি-পূর্ব' সময়কাল 'অনার্যদের সাংস্কৃতিক মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা নারীদের পুরুষদের সাথে সমান মর্যাদা দেয়।' অধ্যাপক রাম আহুজা জানিয়েছেন, এই সময়কালে, মহিলারা অর্থ উপার্জন করতেন না কিন্তু তাঁরা যে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতেন তার উল্লেখ পাওয়া গেছে নানা ভাবে। নারী তার পিতৃত্বের অংশ পেতেন। মায়ের ধন-সম্পদ পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগাভাগি করত। সমাজে নারীদের এই অবস্থানকে কেন্দ্র করে আর্য ও অনার্যের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলছিল। তাই গৃহকর্ম সামাল দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে নারীদের ওপর। মহিলারা গৃহস্থালির কাজ, বস্ত্র তৈরি, খাদ্য তৈরি, শিকার, ফল বাছাই এবং অন্যান্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকতে দেখা যায়। তবে কোনও কোনও 'উপনিষদে' 'গার্গী ও মৈত্রেয়ী'র যে কাহিনী রয়েছে তাতে এঁদেরকে বৈদিক যুগের বিদুষী নারী বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সময়ের মাহাত্ম্যও উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে ব্যতিক্রমী বাস্তবতা যে ছিল না, তাও নয়। এ প্রসঙ্গেও, ড. এ এইচ সালুনখে বলেছেন, 'গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ছবি সেই সময়ের ভারতীয় নারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি নয় বরং একটি ব্যতিক্রমী বাস্তবতা।'

ফলে এখান থেকে স্পষ্ট যে, সমাজে সৃষ্ট এই লিঙ্গভিত্তিক মনোভাব নারীর জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করছে। নারী ও পুরুষ একই সমাজের সদস্য হলেও সমাজ তাঁদের সমানভাবে না দেখে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। সঙ্গে চলেছে ভিন্ন আচরণ। যেখানে সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। যেমন নারীদের এবং পুরুষদের আচরণ, সমাজে নারীদের পোশাক, মহিলাদের জীবনযাত্রার মান, পুরুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে এক প্রবল বৈষম্য সূচিত করে।

এই প্রসঙ্গে এও বলতে হয়, নারী ও পুরুষের জৈবিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন। সমাজ, তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে নারী ও পুরুষের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করে। মূলত নারীদের কাপুরুষ হওয়া, পুরুষের সাহসী হওয়া, নারীদের দুর্বল হওয়া, পুরুষের শক্তিশালী হওয়া, নারীদের সহনশীল হওয়া, পুরুষদের আক্রমণাত্মক হওয়া, নারীদের আবেগপ্রবণ হওয়া, পুরুষের সক্ষম হওয়া, নারীদের পরাধীন, পুরুষের আধিপত্যশীল এবং উচ্চাভিলাষী হওয়া এমন সব বৈশিষ্ট্য যেন জন্ম থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়া হয়।

এখানে মনে রাখতে হবে সমাজ প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট নয়। সঙ্গে জন্ম দিয়েছে লিঙ্গের প্রকারভেদে আচরণগত বৈশিষ্ট্যেরও। যেখানে সমাজ আশা করে যে পুরুষ এবং মহিলা পৃথক আচরণ করবে। মহিলাএবং পুরুষের এই আচরণ হবে একে অপরের একেবারেই বিপরীত। এই প্রসঙ্গে এটাও বলতে হয়, সাধারণভাবে, একজন মহিলার কী করা উচিত, কীভাবে তার আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে সমাজ কিছু বিষয় যেন নির্ধারণ করে দিয়েছে জন্ম থেকেই। প্রধানত ঘরের কাজ, রান্নাবান্না, সন্তান লালন-পালন নারীর সাথে সম্পর্কিত, অন্যদিকে পুরুষদের কাছ থেকে আশা করা হয় পরিবারের বাইরে কঠোর পরিশ্রম করার।

তবে এরই মাঝে এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাই যে সব নারীরা তাঁদের সময়কালকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন এক উত্তরণের পথে। যার মধ্যে প্রথমেই আসবে হার্শিনী কানেকার-এর কথা। এছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন প্রিয়া ঝিংগান, সুরেখা যাদব, চেতনা সিনহা, উর্বশী বুটালিয়ার মতো আরও অনেকেই।

ভারতের প্রথম অগ্নিনির্বাপক মহিলা হার্শিনী কানেকার

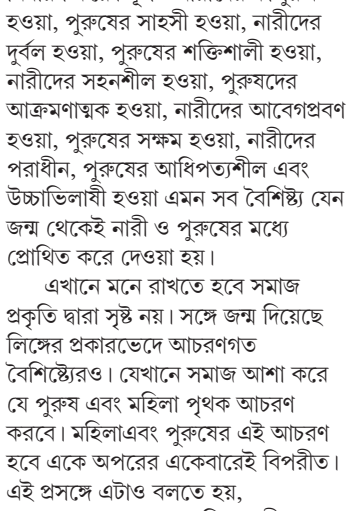

ভারতের প্রথম মহিলা ফায়ার ফাইটারের খেতাব অর্জন করেছিলেন হারশিনী। শুরু থেকেই উচ্চাভিলাষী, কানহেকর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন করে নাগপুরের ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজে (এনএফএসসি) আবেদন করেছিলেন। তবে তিনি জানতেন না এই কলেজে প্রাধান্য পান পুরুষেরাই। তবু কানহেকর এই সব বাধাকে অতিক্রম করতে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। 'একটি মেয়ে অগ্নিনির্বাপক হতে পারে না' এটা শুনতে যেন তিনি একটুও প্রস্তুত নন, তা ধরা পড়তো তাঁর আচরণে। আর এই দৃঢ় মানসিকতাই তাঁকে এনএফএসসি কলেজের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা স্নাতক হিসেবে পরিচিতি দেয়। প্রাথমিক ভাবে হাজারো সংশয়ের মধ্যে দিয়ে গেলেও পরে পান প্রচুর প্রশংসা।

প্রিয়া ঝিংগান, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রথম মহিলা

প্রিয়া ঝিংগান প্রথম মহিলা যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। একজন আইন স্নাতক, ঝিংগানের স্বপ্ন ছিল সেনাবাহিনীতে যোগদান করার। ১৯৯২ সালে, তিনি নিজেই সেনাপ্রধানকে একটি চিঠি লেখেন, যাতে তিনি নারীদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। এর এক বছর পরে, মহিলাদের সেনবাহিনীতে সুযোগ দেওয়ার পর ঝিংগান এবং অন্যান্য ২৪ জন মহিলার যাত্রা শুরু হয় সেনাবাহিনীতে। তখন থেকেই তাঁদের 'স্যার' হিসাবে উল্লেখ করা হতে থাকে এবং তাঁদের সঙ্গে পুরুষদের যে কোনও পার্থক্য নেই তা বোঝাতে প্রশিক্ষণের সময় পুরুষদের মতো একই বাথরুম, সুইমিং পুল ধার্যও করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের সমতা উন্নীত করার জন্য ঝিংগানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অবশ্যই তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে এক নতুন মাত্রায়, যা সময়ের চেয়ে তাঁকে এগিয়ে রাখবে।

এশিয়ার প্রথম মহিলা ট্রেন চালক সুরেখা যাদব

সুরেখা যাদব ছিলেন ভারতের এবং এশিয়ার প্রথম মহিলা যাত্রীবাহী ট্রেন চালক। তিনিই সর্বপ্রথম মুম্বই কমিউটার ট্রেনের পাইলটের আসনে বসেন। এরপর তাঁরই দেখানো পথে আরও পঞ্চাশ জন ভারতীয় মহিলাকে দেশের ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ নিতে দেখা যায়। ফলে যাদব আজ মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণা কারণ তাঁর প্রধান ভূমিকা রয়েছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে মহিলাদের প্রত্যক্ষ ভাবে এগিয়ে আসার কারণে। শুধু তাই নয়, মহিলাদের প্রতিদিনের ইভ-টিজিং এবং হয়রানির

প্রত্যক্ষ করার পরে, যাদব গত বছর ভারতের চারটি শহরে শুধুমাত্র মহিলা ট্রেন চালু করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেন। শহরের হাজার হাজার নারীদের রেলপথে যাত্রা নির্ঝঞ্ঝাট আর সহজ করতে যাদব মুম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে মুম্বইয়ের প্রথম 'লেডিস স্পেশাল' ট্রেনটি চালান। একইসঙ্গে তিনি এও জানিয়েছেন, তাঁর মা তাঁকে সবসময় বলতেন, 'একটি মেয়ের রান্না শেখা উচিত নয়। পড়াশোনা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যা কাউকে আরও সাহসী করে তুলবে।' মায়ের এই মানসিকতাই তাঁকে তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে দিয়েছে।

চেতনা সিনহা, প্রতিষ্ঠাতা, ভারতে মহিলাদের জন্য প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

চেতনা সিনহা পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। এই চেতনার সূত্রেই ১৯৯৭ সালে মহিলাদের জন্য প্রথম গ্রামীণ ব্যাঙ্ক স্থাপন হয় ভারতে। মহিলাদের জন্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক করার কথা মাথায় আসে যখন খরা এবং অভাবের মধ্যে ভারাক্রান্ত মহারাষ্ট্রের মহসওয়াদের মহিলারা তাঁদের উপার্জন করা অর্থের কিছু সঞ্চয় করতে চাইছিলেন। কিন্তু সেখানে একটিও ছিল না তাঁদের জন্য একেবারে পৃথক এক নিরাপদ স্থান। তখনই চেতনা সিনহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে মহিলাদের এক পৃথক ব্যাঙ্ক করার ব্যাপারে জানান। তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এটি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হিসেবে আরবিআই-এর তরফ থেকে জানানো হয়, নারীরা মূলত অশিক্ষিত এবং অক্ষম। তবে এর কোনও উত্তর তখনই গ্রামের মহিলারা দেননি। কারণ, তাঁরা সংকল্প নিয়েছিলেন তাঁদের এই পরিকল্পনা যে ভাবে হোক বাস্তবায়িত করার। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই প্রত্যাখ্যানের পর গ্রামের মহিলাদের চলে তিন মাস পড়া এবং লেখার প্রশিক্ষণ। এরপর তাঁরা নতুন প্রত্যয়ে আবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আর্জি জানান। তখন সেই আর্জি আর ফেরাতে পারেনি আরবিআই। মহারাষ্ট্রের প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের এই দৃঢ় সংকল্পে হতবাক হয় সমগ্র পুরুষ জাতি।

এই ব্যাঙ্ক তৈরিতে প্রতিবন্ধক ছিল প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ১০ ঘন্টা পাওয়ার-কাট। এই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ব্যাঙ্ক কম্পিউটারাইজড এবং ডোর-টু-ডোর ব্যাঙ্কিং উভয়ই চালু করে মহারাষ্ট্রের এই গ্রামীণ ব্যাঙ্ক। কর্ণাটকের নয়টি জেলা জুড়ে প্রায় দুই লক্ষ মহিলাকে পরিষেবাও দেয় তাঁরা। চেতনার এই ব্যাঙ্ক ৬ হাজার মহিলাকে আর্থিক ভাবে নানা ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। ব্যাঙ্কে অর্থ রাখার সুবাদে এই মহিলারা নিজেদের সম্পত্তির মালিকানাও লাভ করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি চেতনা সিনহার বার্তা ছিল, সবসময় স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

উর্বশী বুটালিয়া, সহ-প্রতিষ্ঠাতা, মহিলাদের জন্য ভারতের প্রথম প্রকাশনা সংস্থা

উর্বশী বুটালিয়া। ভারতের প্রথম প্রকাশনা সংস্থার একজন প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রকাশনা সংস্থার বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এটি ছিল মহিলাদের অধিকারের প্রচারে কাজেই যেন নিবেদিত। ১৯৮৪ সালে যখন বুটালিয়া মহিলাদের জন্য এই প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁর পাখির চোখ ছিল 'যেভাবে বিশ্ব নারীজাতিকে দেখে সেখানে এক সম্ভ্রমের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠুন তাঁরা। তাঁর প্রকাশনা সংস্থা এবং তাঁর বিভিন্ন কাজ এ বয়াপারে বাস্তবিকই এক সদর্থক পদক্ষেপ রেখেছে। যার ফলে তাঁর এই প্রকশানা সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার মহিলা লেখকদের জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। যেখানে যৌন নির্যাতন এবং যৌতুক প্রথার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরে মহিলাদের মধ্যে এক সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, বুটালিয়া বিয়ে করেননি। একজন মহিলা হয়েও তাঁর পরিবার এবং সন্তান না থাকার কারণে তাঁকে নানা অস্বস্তিকর প্রশ্নের সামনেও পড়তে হয়েছে বহুবার। তবে এ বয়াপারে তাঁর জবাব ছিল, 'একটি সুখী, সন্তুষ্ট, পরিপূর্ণ জীবন' তিনি পেয়েছেন। তাঁর কর্মের মধ্যে দিয়ে বুটালিয়া পেশাদার এবং ব্যক্তিগত দিক থেকে সমস্ত ভারতীয় মহিলাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে রয়ে গেছেন তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

অবলা মেয়েদের জন্যই আজীবন সংগ্রাম করেছেন লেডি অবলাবালা বসু

ডা শামসুল হক

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্ জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে ঘন্টার পর ঘন্টা যখন মগ্ন হয়ে বসে থাকতেন তাঁর গবেষণার কাজে, তখন তিনি ভুলে যেতেন সবকিছুই । এমনকি তাঁর মনে থাকত না নিজের স্নান খাওয়ার কথাও। তাঁর সহধর্মিণী অবলাবালা দেবীর সেইসময় ছিলেন তাঁর একমাত্র ভরসা। তিনিই তখন তাঁকে স্নান করিয়ে দিতেন। বদলে দিতেন ভিজে জামাকাপড়ও। আপন খেয়ালে থাকা সেই মানুষটা তখন ভুলে যেতেন খাওয়া দাওয়ার কথাও। তাই তিনি তাঁকে খাইয়ে দিতেন দুপুরের খাবারও।

এমন ইভাবে চলত দিনের পর দিন। কিন্তু স্বামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে কখনও এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ করেননি তিনি। তাইতো মহান সেই বিজ্ঞানীর গবেষণার কাজে কখনও কোন রকম বিঘ্ন ঘটেনি। বলাই বাহুল্য, মহান কর্তব্য জ্ঞানে সেইসব কাজ তিনি করতেন বলেই বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর নিজস্ব সাম্রাজ্যে এতখানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর সেজন্য অবলাবালা দেবী অবলীলায় ভুলে যেতেন নিজের ভবিষ্যতের কথাও। যদিও ছাত্রী হিসেবে অসাধারণ মেধার অধিকারিণী ছিলেন তিনিও।

১৮৮১ সালে কলকাতায় আগমন ঘটে তাঁর। ভর্তি হন বেথুন স্কুলে। সেখান থেকেই অতি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করার পর চলে যান চেন্নাই শহরে। সেখানকার মেডিকেল কলেজে তিনি সুযোগ পেয়ে যান চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যয়নেরই জন্য।

সেইসময় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের জন্য ডাক্তারি পড়ার কোন সুযোগই ছিল না। তাইতো অসাধারণ মেধার অধিকারী হ ওয়া সত্বেও নিজের এবং পরিবারের সকলের ইচ্ছে পূরণের জন্যই তাঁকে ছুটতে হয়েছিল চেন্নাই শহরে। তখন তাঁর পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য সরকার একটা বৃত্তির ব্যবস্থাও অবশ্য করেছিল।

বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী হিসেবে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বলেই তখন টনক নড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও। আর তারই সম্মানার্থে দু এক বছরের মধ্যেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজেও মেয়েদের জন্য ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাইতো পরবর্তী সময়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সহ আরও অনেক মেয়েই সেখানে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এই ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন যিনি , তিনি হলেন সেই সময়ের ছোটলাট স্যর রিচার্ড অগষ্টাস।

চেন্নাইতে থাকলেও অবলাদেবীর মন কিন্তু পড়ে থাকত কলকাতাতেই। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা যাতে কোনোভাবেই পিছিয়ে না পড়ে সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন তিনি। আর এই ব্যাপারে সেই সময়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজ থেকেই যাবতীয় সংবাদ পেতেন তিনি।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করলেও তাঁর মন কিন্তু মোটেও সেদিকে স্থির হয়ে ছিল না। তাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান তখন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর এমনই গভীরভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল যে নিজের ঈপ্সিত লক্ষ্যে থেকে অনেকটাই সরে এসেছিলেন তিনি। তাই তো একটা সময় পড়াশোনা ছেড়েই চেন্নাই থেকে কলকাতায় ছুটে এসেছিলেন তিনি নিজের ভালমন্দের কথা না ভেবেই। তাঁর তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল যেকোন উপায়েই হোক স্বভূমে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতেই হবে ।

কলকাতায় ফিরেই অবলা বসু পেয়েছিলেন দ্বারকানাথবাবুর সঙ্গ । তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তিনি তখন যোগ দেন নারীমুক্তি আন্দোলনে। মনপ্রাণ ঢেলেই শুরু করে দেন নিজের কাজও।

তাঁর অনুপ্রেরণাতেই তখন জোর কদমে এগিয়ে চলে নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজ । নিজের ভীতটাকে মজবুত করার জন্য প্রথমেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন ব্রাম্ভ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বভার । ১৯১০ সাল থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত ছাব্বিশটা বছর তিনি ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদিকা।

শুধু কলকাতা শহরেই নয়, গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে তখন ছুটে বেড়াচ্ছিলেন অবলাদেবী। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন নারী শিক্ষা সমিতি নামের স্বাধীন একটা সংগঠনের । শুধু কমবয়েসী মেয়েরাই নয়, বয়স্ক মহিলারাও যাতে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই নিজেদের পরিপূর্ণ নারী হিসেবেই পরিচিত হতে পারেন সেই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই।

সমাজের দুঃস্থ এবং অসহায় মেয়েদের কথাও তিনি ভেবেছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গেই। তাই তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের। গরীব ঘরের মেয়েরা, বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা মহিলাদের মধ্যে যাঁরা সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপর্ব শেষ করার পর জীবিকার উপায়টুকুও অন্তত খুঁজে পান তারই তাগিদে সেইসব প্রতিষ্ঠানে নানান হাতের কাজ শেখাবার ও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁর সহধর্মিণী লেডি অবলাবালা বসু সারাজীবন ধরে হেঁটেছেন সমান ও সমান্তরাল পথ ধরেই। তাঁরা সারাজীবন ধরেই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশে ছিলেন বলে দেশের মানুষ আজও তাঁদের স্মরণ করেন অতি শ্রদ্ধারই সঙ্গে।